বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবনে ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

‘ আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। ’

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব সাখন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা

মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি

সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মো. আব্দুল কাইউম সরকার

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি:

ক) জনাব মো: রেজাউল করিম, সদস্য (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-আহ্বায়ক
খ) জনাব আব্দুন নাসের খান, সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	-সদস্য
গ) জনাব জেবিদাস রায়, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঘ) জনাব আবুল হাসনাত, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঙ) জনাব দিপু পোদ্দার, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
চ) জনাব এস.এম. নুরুজ্জামান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ছ) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
জ) জনাব মোসাঃ নাজনীন আক্তার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঝ) জনাব সুমেন মজুমদার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঞ) জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ট) জনাব মোছাঃ রৌশন আরা বেগম, নিরাপদ খাদ্য অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ঠ) জনাব এস. এম. শিপন, গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য
ড) জনাব মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার, অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	-সদস্য সচিব

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

মুদ্রণ

এটিএম ক্যারিয়ার লিমিটেড

৫৬ তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ডিজাইন

মোঃ রবিউল হাওলাদার

৫৬ তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ফোন: ০১৮৮৬০০১১৩৫; E-mail: mr.howlader001@gmail.com

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২২

মাননীয় মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২০২১-২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সকল সময়ে সকল নাগরিকের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবনযাপনের প্রয়োজনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙালি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র ও শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজাল ও দূষণমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে Pure Food Ordinance, 1959 রহিত করে যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। এই আইন বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ "জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য" রূপকল্পকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে। সেই সাথে জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশাও বেড়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুদা ও দারিদ্রমুক্ত, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছাবে। উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গৃহীত ভিশন-২০৪১ ও SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত জরুরি। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশের জনগণ উন্নত বিশ্বের ন্যায় অচিরেই নিরাপদ খাদ্য ভোগ করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে জনসচেতনতা, গবেষণা, খাদ্যে ভেজালবিরোধী প্রচারাভিযান, অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, মজুত, প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রয় বন্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণসহ সার্বিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করি বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক চিত্র তুলে ধরবে। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিগত অর্থবছরের গৃহীত নিরাপদ খাদ্যবিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে অংশীজনগণ একটি সম্যক ধারণা পাবেন। প্রতিবেদনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এই প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি বাংলাদেশের প্রতিটি জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। যথাযথভাবে এ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। টেকসই উন্নত বাংলাদেশে বিনির্মাণে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সে লক্ষ্য নিয়ে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্যের নিরাপদতার মান নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে সংস্থাটি খাদ্যে ভেজালরোধে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষণ, নিরাপদতার মান অনুসারে রেস্তোরাঁর গ্রেডিং প্রদান ও নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর যথাযথ প্রতিপালনের লক্ষ্যে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সময়ের পরিক্রমায় আগে থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে,বেড়েছে এর কাজের পরিধি। খাদ্যের নিরাপদতা একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি বিষয়। এ চ্যালেঞ্জকে সামনে নিয়েই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের চেষ্টাকে বেগবান করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেম নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অনলাইন ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম 'নজর' এর সম্প্রসারণ, 'খাদ্যকথন' অ্যাপস প্রস্তুতকরণ, কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২০২৬ প্রণয়ন, জেলা পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রকল্প গুলো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন।

সরকার একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম উন্নত জাতি গঠনের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করেছে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে এ মহাপরিকল্পনাই একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। এ প্রেক্ষাপটে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনাসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অবাধ সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২' তথ্যবহুল উপস্থাপনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি আশা করছি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। ভাবিষ্যতেও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের এরূপ কাজের ধারা অক্ষুণ্ন থাকবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

২৮/০৮/২০২২
(মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি)

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দীপ্ত পদক্ষেপে, নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রমে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল-সারা বিশ্বের বিস্ময়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে খাদ্যসহ প্রতিটি মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সরকার বদ্ধপরিকর। এর পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে বঙ্গবন্ধুকন্যা, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব। সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলের উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তার সর্বসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে প্রণীত হয় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩। এই আইন বাস্তবায়নে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

অবাধ তথ্যের প্রবাহ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং বিগত অর্থবছরের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন, সংরক্ষণ এবং সারসংক্ষেপ আকারে অন্যান্য সংস্থা ও জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলির উপর "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২" প্রকাশ করা কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ববর্তী বছরের সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করা বিধান রয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকর আইন, ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিতরণ নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে। পাশাপাশি এ প্রতিবেদনটি অপরাপর সংস্থা ও জনগণের জন্য একটি রেফারেন্স বই হিসেবেও ভূমিকা রাখতে পারবে। আমি আশা করছি, বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেশি ও বিদেশি পরিমণ্ডলে একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন হিসেবে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করবে এবং অনেক ধরনের বিভ্রান্তি দূর করবে। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং কর্তৃপক্ষের অগ্রগতির বিষয়ে তথ্যবহুল প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

একটি সুখী-সমৃদ্ধ, সুস্থ-সবল এবং প্রগতিশীল জাতি বিনির্মাণের লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, খাদ্য শৃঙ্খলের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে একসূত্রে আবদ্ধকরণ এবং দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একনিষ্ঠভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাকে ধারণ করে বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমুখী সকল অনুজ্ঞা ও অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়নের পথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পদার্পণে এবং বৈশ্বিক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে অর্থনীতির উন্নয়ন ও কৃষিজ-খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের মানবসম্পদের যথাযথ উন্নয়নে খাদ্য নিরাপদতা ও এর পুষ্টিমান নিয়ে সকলকেই সচেতন হতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২" উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি আশা ব্যক্ত করি। একই সাথে ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে এই প্রতিবেদনটি যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

প্রতিনিয়ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় হচ্ছে, সেই সাথে কাজের পরিধি ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি কার্যকর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মত জটিল ও চ্যালেঞ্জিং কাজ বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলির রেকর্ড স্বরূপ এই বার্ষিক প্রকাশনাটি কার্যকর হবে। এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন; শ্রম, মেধা, তথ্যাদি ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার

মোঃ রেজাউল করিম
সদস্য
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

আহ্বায়কের বাণী

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দীপ্ত পদক্ষেপে, নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রমে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা, ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন এভাবেই আজ বাস্তবে ধরা দিতে চলেছে। খাদ্যসহ আজ এদেশের মানুষের প্রতিটি মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সরকার বদ্ধ পরিকর। শুধু খাদ্য চাহিদা পূরণই নয়, বরং তা যেন হয় নিরাপদ যা মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যকে সকল প্রকার রোগ থেকে সুরক্ষিত রেখে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে যথাযথ ভুমিকা রাখবে এ ভাবনা থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী আগ্রহে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি প্রণয়ন করেছেন নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে গঠন করেছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী "বার্ষিক প্রতিবেদন" প্রকাশ এবং সরকারের নিকট তা পেশ করা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট সকরের মাঝে বিতরণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিগত বছরের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন ও এ সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন একটি উলেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি তথ্যসমৃদ্ধ এ প্রতিবেদন অপরাপর সংস্থা ও জনগণের জন্য একটি তথ্যসূত্র হিসেবেও ভূমিকা রাখতে পারে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব, এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতে দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দেওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। যাদের বছরব্যাপি কাজের তথ্যে-উপাত্তে এ বার্ষিক প্রতিবেদন তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ হয়েছে, তাদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যগণ প্রকাশনা কাজে সময় ও শ্রম দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি আশা করছি, বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেশি ও বিদেশি পরিমন্ডলে একটি সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল প্রতিবেদন হিসেবে কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করবে। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং অগ্রগতির বিষয়ে তথ্যবহুল প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মোঃ রেজাউল করিম

সম্পাদকীয়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ এর উপধারা ৩ অনুযায়ী বিগত বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এর উপর বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর এ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশ করে আসছে। ২০২০-২১ অর্থবছর হতে প্রতিবেদনটি একটু বড় পরিসরে বিস্তারিতভাবে তৈরী ও প্রকাশ করা হচ্ছে। জনগনের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম, বাজেট বাস্তবায়ন এবং পারফরমেন্স মূল্যায়ন বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে প্রতিবেদনটির তথ্য সহজেই অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য প্রতিবেদনে লেখা, চিত্র, গ্রাফ ও টেবিল আকারে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সেইসাথে কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত শাখা ও জেলা সমূহের জন্য নির্ধারিত বাজেট, কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা, ও বাস্তবায়নের তুলনামূলক অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স মূল্যায়নের একটি অনন্য দলিল। তাই ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম এ প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেইসাথে পূর্ববর্তী বছরসমূহের সাথে বিগত অর্থবছরের তুলনামূলক চিত্রও দেওয়া হয়েছে। যাতে বিগত বছরে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের অগ্রগতি সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হয়। সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, SDG, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসমূহ ও কর্তৃপক্ষ গৃহীত স্ট্র্যাটেজিক কৌশল অনুযায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিষয়টি যাতে প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন হতে ভোক্তা পর্যন্ত সর্বস্তরে নিরাপদ খাদ্য গ্রহন নিশ্চিতে "মুজিব বর্ষ" উপলক্ষ্যে অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তাই ২০২১-২২ অর্থবছরটি বাংলাদেশ নিরপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল; যা বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বের কাতারে দাড়াতে হলে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের কারনে জনসাধারণকে খাদ্য ঝুঁকি ও অসুস্থতা হতে রক্ষায় এবং দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতে শস্য উৎপাদন হতে ভোগ পর্যন্ত সর্বোস্তরের সকল খাদ্যকর্মী ও প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠান নিরাপদ খাদ্য তৈরিতে- নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আইন, বিধি বিধান, নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। আইনগত কাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিধি ও প্রবিধানমালা তৈরি করে তা গ্রেজেট আকারে প্রকাশ করছে। সর্বোপরি ব্যাপক জনসচেতনা সৃষ্টির সাথে সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে আইন ও প্রতিপালনে ব্যতিক্রম হলে প্রদান করা হচ্ছে সাজা ও জরিমানা; মনিটরিং ও গ্রেডিং করা হচ্ছে হোটেল-রেস্তোরাঁ ও খাদ্য কারখানা, নির্ধারণ করা হচ্ছে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মান, স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হচ্ছে খাদ্য এবং ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ঝুঁকিতে নেওয়া হচ্ছে প্রতিকার। যা সকলকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্মক ধারনা প্রদান করবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির উপর "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২" প্রকাশ করা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮৪ অনুযায়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশে সার্বিক সহাযোগিতার জন্য আমি কর্তৃপক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির আহবায়ক জনাব মো. রেজাউল করিম স্যারের সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রতিবেদনটিকে করেছে সমৃদ্ধ। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির সম্মানিত সদস্যগন ও কর্তৃপক্ষের সচিব মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের, যারা সময়ে সময়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি ও সম্মানিত খাদ্য সচিব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি মহোদয়ের বাণী বার্ষিক প্রতিবেদনটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২" প্রণয়ন ও প্রকাশে পরিসংখ্যান কর্মকর্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তার নিরলস প্রচেষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য। এ প্রতিবেদন মুদ্রণে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	১৬
সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা	২১
কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত তথ্য	২৮
কারিগরী কমিটি/Technical working group	৩৬
কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম	৪৮
কর্তৃপক্ষের বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন ও বিচারিক কার্যক্রম	৫০
গ্রেডিং ও রি-গ্রেডিং	৫৪
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রম	৫৭
খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগারগুলোর নেটওয়ার্ক স্থাপন, ল্যাব ডাইরেক্টরি হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬১
খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও ফলাফল বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬২
মোবাইল ল্যাবরেটরি পরিচালনার তথ্য (২০২১-২২) অর্থবছর	৬৭
খাদ্য সংজ্ঞায়ন, খাদ্যের মান প্রমিতকরণ/ উন্নীতকরণ ও পুষ্টিমান সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম সাধনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান	৬৯
"নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতামুলক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম	৭৩
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ	৮৪
কর্তৃপক্ষের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৮৯
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন	৯৮
জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ও অন্যান্য দিবস	১০২
মুজিব বর্ষে কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন	১০৬
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন	১০৭
জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি	১০৮
খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত	১১১
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	১১২
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন)NIS)	১১৫
SDG সংক্রান্ত তথ্য	১১৯
সমঝোতা স্মারক সংক্রান্ত	১২১
কর্তৃপক্ষের গবেষণা ও প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম	১২৪
উপসংহার	১৩৮
সংযোজনী-১: কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা	১৩৯
সংযোজনী-২: বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরের গ্রেডিং এবং রিগ্রেডিংকৃত হোটেল-রেস্তোরাঁ সমূহ	১৪৩
সংযোজনী-৩: বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে অনুষ্ঠিত জনসচেতনতামূলক সেমিনার বিবরণ	১৪৯
সংযোজনী-৪: বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে মোবাইল ল্যাবরেটরিতে মাসভিত্তিক নমুনা পরীক্ষার ফলাফল	১৫৩
সংযোজনী-৫: কর্তৃপক্ষের গণবিজ্ঞপ্তিসমূহ	১৫৮
সংযোজনী-৬:জেলাভিত্তিক খাদ্যস্থাপনা মনিটরিং এং খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষনের তুলনামূলক চিত্র	১৬৭

ভূমিকাঃ

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাদ্য। যে খাদ্য দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সেটিই নিরাপদ খাদ্য। অনিরাপদ খাদ্য শুধু স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণই নয় বরং দেহে বিভিন্ন রোগের বাসা বাধারও কারণ। নিরাপদ খাদ্য মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার। তাই আমাদের খাদ্য নিরাপদ, পুষ্টিকর, ও সুষম হওয়া প্রয়োজন। নিরাপদ খাদ্য একদিকে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করে। দীর্ঘজীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার অত্যাবশক।

জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা ২, ৩, ৬, ৮, ১২, এবং ১৭ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চয়তার সাথে সম্পর্কিত। সরকার এসকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তিতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নত বাংলাদেশ এবং সুখী সমৃদ্ধ জাতি গঠনে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য অত্যাবশক। খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষিত হলে খাবারের অপচয় কমবে, পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বজায় থাকবে। ভবিষ্যতে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং দেশি বিদেশি পর্যটকের চাহিদা পূরণে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের মাধ্যমে গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, পর্যটন খাত বিকশিত হবে। এছাড়া খাদ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। রপ্তানি বাজারে নিরাপদ খাদ্য প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে অর্জিত হবে বৈদেশিক মুদ্রা, সৃষ্টি হবে নতুন কর্মসংস্থান।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এ দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্য ও শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দর্শনকে বাস্তবে রুপ দেবার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এই ধারাবাহিকতায় সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু হতে ভোক্তা পর্যন্ত দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উন্নয়নের রুপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ৫৪ বছরের পুরাতন Pure Food Ordinance, ১৯৫৯ রহিত করে যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। এই আইন বাস্তবায়নে খাদ্যের পুষ্টিমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও সরকারের নিকট পেশ করার বাধ্যবাধকরাত রয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিতরণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬ (৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বিধান রয়েছ। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১ রূপকল্প (Vision):

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্যশিল্প ও খাদ্যব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজকে সাথে নিয়ে যথাযথ বিজ্ঞান সম্মত বিধি-বিধান তৈরি, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন চেইন পরিবীক্ষণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থা সমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভোক্তার জীবন মান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

১.৩ কৌশলগত লক্ষ্য (Strategic Objectives):

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৫ (পাঁচ) বছর(২০১৭-২০২১)মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো:

- **কৌশলগত লক্ষ্য ১:**
  নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে স্টেট-অব-দ্যা-আর্ট এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ২:**
  খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা, আইন-কানুন এবং খাদ্য ও খাদ্যোপকরণের নিরাপদ মান জোরদার করা এবং পাশাপাশি সকল নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষতার সংগে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৩:**
  খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সংগে জড়িত সকল সরকারী সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফলপ্রসূ ও ধারাবাহিকভাবে খাদ্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৪:**
  নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা প্রণয়ন, বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন, কার্যকর এবং প্রয়োগ করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুশীলনকরে যথাযথ ও নিরপেক্ষ পরামর্শ দেওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উপদেশনা প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রবর্তন বা কাঠামো গঠন।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৫:**
  খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী সমর্থনে খাদ্যপরীক্ষাগারের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা।পাশাপাশি খাদ্যবাহিত রোগ এবং পশুরোগ সৃষ্টি ও বিস্তারের (ডিফিউশন এবং ট্রান্সমিশন) উপর নজরদারি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

- **কৌশলগত লক্ষ্য ৬:**
  সর্বোচ্চ মানে নিরাপদ খাদ্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের লক্ষ্যে উৎসাহ যোগাতে সকল অংশীজন বিশেষতঃ খাদ্যশিল্পের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ও সম্পৃক্ত থাকা এবং নিরাপদ খাদ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা সহ একটি পথনকশা (রোড ম্যাপ) প্রণয়ন করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় মেয়াদে ৫ (পাঁচ) বছর (২০২২-২০২৬) মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

SG 1: To establish BFSA as the single food safety authority of Bangladesh responsible for coordinating the overall food safety ecosystem. (সামগ্রিক নিরাপদ খাদ্য ইকোসিস্টেম সমন্বয়ের জন্য বিএফএসএ কে একটি একক নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা)।

SG 2: To establish science-based standards in compliance with the Food Safety Act, 2013 while respecting Bangladesh's international obligations. (নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা আমলে নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক মান (Standards) প্রতিষ্ঠা করা)।

SG 3: To strengthen the regulatory compliance mechanism through an effective and transparent structure in Bangladesh. (বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিপালন পদ্ধতি শক্তিশালী করা)।

SG 4: To enhance the role of BFSA for food safety & nutrition and trade facilitation at the global level.
(বৈশ্বিক পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি এবং বাণিজ্য সহজীকরণে বিএফএসএ এর ভূমিকা বৃদ্ধি করা)।

SG 5: To enhance effectiveness in scientific / technical work in food safety areas on a long-term basis.
(নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বৈজ্ঞানিক/কারিগরি কর্মকান্ডের কার্যকারিতা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বাড়ানো)।

SG 6: To build capacity of all stakeholders in relation to food safety and nutrition.
(খাদ্য নিরাপদতা এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে সমস্ত অংশীজনদের সক্ষমতা তৈরি করা)।

SG 7: To build consumer awareness to increase the demand for safe and nutritious food.
(নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবারের চাহিদা বাড়াতে ভোক্তা সচেতনতা তৈরি করা)।

১.৪ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি (Functions):

- **কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি:**

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা।

- সাধারণ দায়িত্বাবলি:

ক) নিরাপদতার নিরিখে, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রধান উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং উহাদের কার্যাবলি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

খ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

গ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদন্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ;

ঘ) বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু (microbial contaminants), সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ

বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু (heavy metal), প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক (processing aid), খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য (food additive or preservative), মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তুএবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক (growth promoter), ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঙ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন খাদ্যদ্রব্যে দূষক বা দূষণকারী জীবাণু, সার, কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগ বা মৎস্যরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী-ধাতু, প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক, খাদ্য সংযোজন বা সংরক্ষণ দ্রব্য, মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক, ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তু এবং বৃদ্ধি প্রবর্ধক ব্যবহারের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা না হলে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহাদের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ;

চ) খাদ্যে তেজস্ক্রিয়তার সহনীয় মাত্রা সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ছ) খাদ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সনদের জন্য, সনদ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য অনুসরনীয় এ্যাক্রেডিটেনশনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

জ) খাদ্য পরীক্ষাগারের এ্যাক্রেডিটেনশনের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাপ্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঝ) খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগার পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণকালে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

ঞ) বিদ্যমান কোন আইনের অধীন আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা না হইলে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের মানদন্ড ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ এবং তদ্‌ভিত্তিতে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ট) খাদ্য মোড়কীকরণ এবং মোড়কাবদ্ধ খাদ্যের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশেষ পথ্য গুণ ও শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত দাবী প্রকাশের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং উহা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

ঠ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, বিশ্লেষণ, অবহিতকরণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ; এবং

ড) খাদ্যের নমুনা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ এবং তৎসম্পর্কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহিত তথ্য বিনিময়;

- **কর্তৃপক্ষ , উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদনে, নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে:**

ক) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন বা হালনাগাদকরণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

খ) নিম্নবর্ণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ এবং তুলনা বিশ্লেষণ, যথা:-

অ) খাদ্য গ্রহণজনিত কারণে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ;

আ) জৈবিক ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

ই) খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বস্তুর মিশ্রণের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

ঈ) খাদ্যদ্রব্যে দূষণকারী বস্তুর অবশিষ্টাংশের প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা চিহ্নিতকরণ;

গ) সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ, পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে বিদ্যমান পদ্ধতি হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

ঘ) খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ক বার্তা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ এবং উহা জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) নিরাপদ খাদ্যের সংকট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

চ) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান এবং এতদবিষয়ে বিদ্যমান অভিজ্ঞতা ও উত্তম অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা;

ছ) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

জ) এই আইন বাস্তবায়নের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঝ) খাদ্যদ্রব্য এবং স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারির বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডকে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

ঞ) খাদ্যের গুণগত মানের বিষয়ে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয় সাধন;

ট) খাদ্য পরীক্ষা, গবেষণা ও মানদন্ড নির্ধারণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাসমূহের মধ্যে ফলপ্রসু যোগাযোগ স্থাপন;

ঠ) আন্তর্জাতিক খাদ্য ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের কৌশল নির্ধারণ;

ড) নিরাপদ খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি; এবং

ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

- আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান প্রণয়ন করা।

১.৫ কর্তৃপক্ষের চলমান কার্যাবলিঃ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রো-অ্যাক্টিভ ও রি-অ্যাক্টিভমূলক নিম্নরূপ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে চলেছে ।

- বাংলাদশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যক্রমের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়নে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিভিন্ন বিধি, প্রবিধি প্রণয়ন করা;
- অংশীজনদের সাথে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের নিরিখে মতবিনিময় করা;
- জনসাধারণের মাঝে খাদ্য উৎপাদন হতে ভোক্তার মুখ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা;
- স্কুল ও কলেজের ছাত্র/ ছাত্রীদের মধ্যে নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাত ধোয়া কর্মসূচি, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা;
- খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতে গৃহিণীদের নিয়ে উঠান বৈঠক, জন প্রতিনিধিদের নিয়ে মত বিনিময় সভা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ এবং তা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ল্যাবে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নমুনা বিশ্লেষণ করা, ঝুঁকি নিরুপণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা;
- কর্তৃপক্ষের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন (উন্নয়ন/ টেকনিক্যাল) প্রকল্প প্রণয়ন করা এবং তা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা;
- খাদ্যস্থাপনা মনিটরিং করা, খাদ্যস্থাপনায় নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা, অন্যান্য সরকারি সংস্থাকে খাদ্যের মান বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা অন্যতম।

২.০ সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা:

২.১ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ' গঠিত হয়েছে। আইন অনুযায়ী মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদে সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। উপদেষ্টা পরিষদের সভা বছরে দুইটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিরি কারণে এ অর্থবছরে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্ট পরিষদের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি মাননীয় মন্ত্রী
সভার তারিখ	১২ মে ২০২২
সভার সময়	সকাল ১১:০০
স্থান	অনলাইন জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বাসনায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুসারে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষক পর্যায় থেকে শুরু করে রেঁস্তোরা এবং খাদ্যশিল্পের সকল কর্মীকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। স্কুল-কলেজের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে ২ মিনিট নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ধারণা প্রদানের জন্য তিনি সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন এবং সম্মানিত সদস্যগণের মূল্যবান মতামত আহবান করেন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্ট পরিষদের সভার আলোচ্যসূচি সমূহ:

আলোচ্যসূচি-১: 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৫ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচ্যসূচি-২: (ক): Codex Alimentarius Commission এর Contact Point নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেই বিষয়টি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:

(খ): জর্দ্দা, গুল ও সিগারেটের তামাকপাতায় হেভিমেটাল প্রাপ্তি সংক্রান্ত পত্র প্রেরণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহীত ব্যবস্থার ফলোআপ সংক্রান্ত:

(গ) আলোচ্যসূচি-২ এর সিদ্ধান্ত নম্বর (ঙ): বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও বিএসটিআই এর কর্ম-পরিধি সুনির্দিষ্টকরণ ও খাদ্য সামগ্রীর মান নির্ধারণ (Standardization) এর দায়িত্ব বিএসটিআই এর পরিবর্তে বিএফএসএ এর উপর ন্যস্তকরণ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:

(ঘ) আলোচ্যসূচি-৪ এর সিদ্ধান্ত নম্বর (১) ও (২): পাঠ্যপুস্তকে 'খাদ্য নিরাপদতা' সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদ যাচাইপূর্বক সুনির্দিষ্ট content প্রস্তুত এবং পাঠ্যপুস্তকে খাদ্যসংশ্লিষ্ট যে অংশটুকু রয়েছে তাতে খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংযোজন করে নতুন আঙ্গিকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ সংক্রান্ত:

(ঙ) আলোচ্যসূচি-৬ এর সিদ্ধান্ত: INFOSAN এর Emergency Contact Point হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত:

আলোচ্যসূচি-৩: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নির্দেশনা (National Food Safety Directives) জারি সংক্রান্ত:

আলোচ্যসূচি-৪: নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য Enforcement Coordination Committee গঠন সংক্রান্ত:

আলোচ্যসূচি-৫: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত:

বিবিধ আলোচ্যসূচি-১: সকল রেস্তোরাঁর জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনা (Common Directives) তৈরি এবং ফুটপাতে বিক্রয়কৃত খাবার সামগ্রীর নিরাপদতা সংক্রান্ত:

বিবিধ আলোচ্যসূচি-২: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগাগর এর মাধ্যমে বাংলাাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নমুনা পরীক্ষা সংক্রান্ত:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্ট পরিষদের সভার সিদ্ধান্তসমূহ:

সিদ্ধান্ত-১: কোনো আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২৪ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ' এর ৫ম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-২:

(ক): Codex Alimentarius Commission এর Contact Point নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) তামাক পণ্যের উৎপাদন, মজুদ এবং বিপণনকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রম আরও গতিশীল করার নিমিত্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

(গ) আইন সংশোধনের নিমিত্ত প্রণীত খসড়ার বিষয়ে মন্ত্রিরিষদ বিভাগের মতামত প্রাপ্তির বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও বিএসটিআই এর কর্মপরিধি সুনির্দিষ্টকরণ ও খাদ্য সামগ্রীর মান নির্ধারণ (Standardization) এর দায়িত্ব বিএসটিআই এর পরিবর্তে বিএফএসএ এর উপর ন্যস্তকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) কমিটির সুপারিশের আলোকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংযোজন করে নতুন আঙ্গিকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট content সহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী বছরের পাঠ্যপুস্তকে সুপারিশকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানানো হয়।

(ঙ) বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৩: নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নির্দেশনা (National Food Safety Directives) জারি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-৪: নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট মোবাইল কোর্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির' সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা Enforcement Coordination Committee নামে অভিহিত হবে।

সিদ্ধান্ত-৫: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোতে পর্যায়ক্রমে অত্যাবশ্যকীয় (Essential) পদসমূহ সৃজনের নিমিত্ত দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বিবিধ সিদ্ধান্ত-১:

ক) ফুটপাতে বিক্রয়কৃত খাবার সামগ্রী কীভাবে নিরাপদ করা যায় এ বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ) Enforcement Coordination Committee কর্তৃক সকল রেস্তোরাঁর জন্য একটি সাধারণ নির্দেশনা (Directives) প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবিধ সিদ্ধান্ত-২: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করবে।

অনলাইনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের ৬ষ্ঠ সভার স্থির চিত্র

খ) উপদেষ্টা পরিষদে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত সভা সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সভা নং	সভার তারিখ
প্রথম সভা	০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫
দ্বিতীয় সভা	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
তৃতীয় সভা	১১ অক্টোবর ২০১৮
চতুর্থ সভা	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০
পঞ্চম সভা	২৪ জুন ২০২১
ষষ্ঠ সভা	১২ মে ২০২২

২.২ পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্যের অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গত ২৪ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠেয় 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ' এর ৫ম সভার আলোচ্যসূচি-৪ এর সিদ্ধান্ত-২ মোতাবেক পাঠ্যপুস্তকে খাদ্য নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও প্রফেসর এমিরেটাস ডাঃ এবিএম আব্দুল্লাহ কে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত পাঁচটি সভার মাধ্যমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের খাদ্যবিষয়ক অধ্যায়সমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট/আধেয় সংযুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করে।

উপর্যুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক সংযোজিত ও সংশোধিত অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খাদ্য মন্ত্রলায়রে মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এ পাঠানোর নিমিত্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ তথ্যমতে ২০২৩ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিতব্য সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়সমূহে উক্ত সংযোজিত ও সংশোধিত কনটেন্ট যুক্ত করার কাজ চলমান।

কমিটির সদস্যসমূহ নিম্নরূপ:-

বর্ণিত কমিটির সদস্যগণের নাম ও পদবি	কমিটির গঠন কাঠামো
১। প্রফেসর ডাঃ এবিএম আব্দুল্লাহ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক	আহবায়ক
২। অধ্যাপক ড. ইকবাল রউফ মামুন, অধ্যাপক, রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩। প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম, সদস্য (খাদ্য শিল্প ও উৎপাদন), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৪। ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ, অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৫। ড. খালেদা ইসলাম, অধ্যাপক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৬। জনাব মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।	সদস্য
৭। সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), ঢাকা।	সদস্য

বর্ণিত কমিটির সদস্যগণের নাম ও পদবি	কমিটির গঠন কাঠামো
৮। ডাঃ কাওসার আফসানা, অধ্যাপক, স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য
৯. জনাব আবুল হাসনাত, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।	সদস্য সচিব

পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্যের অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত সভা

২.৩ কর্তৃপক্ষের গঠন:

একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা। চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী। নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী চারজন সদস্য চারটি বিষয়ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করেন। যথা-

(ক) জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি;

(খ) খাদ্য শিল্প বা খাদ্য উৎপাদন;

(গ) খাদ্যভোগ ও ভোক্তা-অধিকার; এবং

(ঘ) খাদ্য বিষয়ক আইন ও নীতি।

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের একজন সচিব রয়েছেন, যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ নিয়ে কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত। কর্তৃপক্ষের সচিব বোর্ডের সাচিবিক সহায়তা করে থাকেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৯টি বোর্ড সভা (৫৩ থেকে ৬১ তম)।

২০২১-২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা:

ক্রমিক	সভার তারিখ	বোর্ড সভা
১.	১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১	৫৩ তম
২.	০৫ অক্টোবর ২০২১	৫৪ তম
৩.	০৮ নভেম্বর ২০২১	৫৫ তম
৪.	০৫ ডিসেম্বর ২০২১	৫৬ তম
৫.	২০ ডিসেম্বর ২০২১	৫৭ তম
৬.	১৮ জানুয়ারি ২০২২	৫৮ তম
৭.	১৬ মার্চ ২০২২	৫৯ তম
৮.	২৪ মে ২০২২	৬০ তম
৯.	১৪ জুন ২০২২	৬১ তম

২.৪ কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো:

নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এবং অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৭টি বিভাগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রতিটি বিভাগ একজন উপসচিব পদমর্যাদার পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিভাগগুলো হচ্ছে-

(ক) সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(খ) খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম বিভাগ
(গ) নিরাপদ খাদ্যমান প্রমিতকরণ ও প্রত্যয়ন সমন্বয় বিভাগ
(ঘ) খাদ্যভোক্তা সচেতনতা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(ঙ) খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় কার্যক্রম বিভাগ
(চ) নিরাপদ খাদ্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিভাগ
(ছ) পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

২.৫ জনবল কাঠামো:

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কর্তৃপক্ষে বর্তমানে ১ জন চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), ৪ জন সদস্য (যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন), ১ জন সচিব (উপসচিব), প্রেষণে ৮ জন কর্মকর্তা (উপসচিব ৬ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব ২ জন) ও ৫ জন বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সংযুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়) প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৩৬৫ জন জনবল বিশিষ্ট পদবিন্যাস নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
১.	চেয়ারম্যান	১	১	-
২.	সদস্য	৪	৪	-
৩.	সচিব	১	১	-
৪.	পরিচালক	৩	৩	-
৫.	অতিরিক্ত পরিচালক	৬	৩	৩
৬.	উপ-পরিচালক	১২	২	১০
৭.	চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব	১	১	-
৮.	সহকারী পরিচালক	৬	৫	১
৯.	নিরাপদ খাদ্য অফিসার	৭২	৬৪	৮
১০.	মনিটরিং অফিসার	৫	৫	-
১১.	গবেষণা কর্মকর্তা	৪	২	২
১২.	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	১০	৮	২
১৩.	খাদ্য বিশ্লেষক	১	১	-
১৪.	আইন কর্মকর্তা	১	১	-
১৫.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	-
১৬.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
১৭.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	১	-
১৮.	(১৩-১৬) গ্রেড কর্মচারী	১১৮	১০৭	১১
১৯.	আউটসোর্সিং	১২৩	১২৩	০
২০.	সর্বমোট	৩৭১	৩৩৪	৩৭

৩. কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ "কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র ৭ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
তারিখ : ০৬ ডিসেম্বর ২০২১
সময় : সকাল ১০:৩০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৬)

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৩.২ কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৭ম সভার আলোচ্য সূচি সমূহ:

আলোচ্য সূচি-১: গত ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

আলোচ্য সূচি-২: গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৬ষ্ঠ সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক) ফল পাকানোর ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফল পাকানোর Ripening Chamber স্থাপনের জন্য পুনরায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয় এবং ফল পাকানোর বিষয়ে অন্য কোনো টেকনোলজি রয়েছে কি না এ বিষয়ে বিসিএসআইআর, বুয়েট, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফুড টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে সমন্বিত বাজার মনিটরিং এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গ) রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সংক্রান্ত প্রচারণা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঘ) রাসায়নিক পদার্থের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং এর সহজলভ্যতা ও অপব্যবহার রোধকল্পে একটি গাইডলাইন বা নীতিমালা প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

ঙ) MoU স্বাক্ষরের বিষয়ে যে সকল দপ্তরের সাড়া পাওয়া যায়নি সে সকল দপ্তরে পুনরায় পত্র প্রেরণ এবং অবহিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুলিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় এবং চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরকে MoU স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চ) আমদানি নীতিতে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন সে সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ এর পূর্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছ) আমের ক্ষেত্রে অনুমোদিত GAP নীতিমালা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বরাবর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, একটি আদর্শ ও সমন্বিত GAP নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দেশে উৎপাদিত সবজি ও ফলমূলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এক্রিডিটেড ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

জ) মৎস্য কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের Storage Facility তৈরি, Test Facility বৃদ্ধি, সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণসহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ঝ) পশু জবাই বিধিমালা ও নির্ধারিত SOP চূড়ান্তকরণের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে সমন্বিত করে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ঞ) প্রাণিজাত হিমায়িত খাদ্যপণ্যের Species identification এর বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ট) মৎস্য ও প্রাণিজাত খাদ্যদ্রব্যের Country of Origin, Traceability নির্ধারণ, Transportation Facility নিশ্চিতকরণ এবং কোয়ারেটাইন স্টেশনে পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ঠ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে আমদানি নীতিমালায় Safety Parameter, Traccability এবং Non-tariff barriers অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

ড) নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ (ডিম, দুধ, মাংস) উৎপাদনে Good practices নীতিমালা প্রণয়ণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

ঢ) অনিরাপদ মাংস আমদানি বন্ধের ক্ষেত্রে বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম তরান্বিত করার প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ণ) Fish feed এবং poultry feed এর Listed এবং Unlisted খাদ্য উৎপাদকের তালিকা প্রস্তুত করে মনিটরিং জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ত) শিল্প কারখানায় স্থাপিত Effluent treatment Plant সক্রিয় করণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন ভাবে Effluent treatment Plant স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং শিল।প কারখানার দূষণ হ্রাস করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য সূচি-৩: Enforcement Coordinating Committee গঠন সংক্রান্ত:

আলোচ্য সূচি-৪: খাদ্য নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের বিস্তারিত প্রতিবেদন সংক্রান্ত:

আলোচ্য সূচি-৫: Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরি সংক্রান্ত:

আলোচ্য সূচি-৬: মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো-অপ্ট সংক্রান্ত:

বিবিধ-১: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে Research Based কার্যক্রম পরিচালনা এবং Apex Body হিসেবে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত:

বিবিধ-২: Diversified Agro based Food Processing Industry প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ সংক্রান্ত:

৩.৩ কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৭ম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ:

সিদ্ধান্ত-১: গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণীর কোনো প্রকার আপত্তি/সংশোধন না থাকায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-২:

(ক) বিশেষজ্ঞ কমিটিতে নিম্নবর্ণিত ৩ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন।

২। পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

৩। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

(খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সমন্বিত মোবাইল কোর্ট ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সমন্বিত মনিটরিং কার্যক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এফপিএমইউ এর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(গ) ১। কীটনাশকের পরিমিত ব্যবহারের (Judicious use) বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি, কীটনাশক ব্যবসায়ীদের মনিটরিং এর আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়।

২। পোল্ট্রি, মৎস্য ও ডেইরি শিল্পে খামারিরা মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করছে কিনা তা মনিটরিং এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়।

(ঘ) গাইডলাইন বা নীতিমালা এর বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঙ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সাথে MoU স্বাক্ষরের জন্য MoU এর ড্রাফট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(চ) আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর পর্যালোচনা বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাব অন্তর্ভুক্তির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

(ছ) বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। পূর্বাচলে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের DPP প্রস্তুতের কাজ তরান্বিত করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

(জ) 'Sustainable Coastal and Marine Fisheries (SCMF) প্রকল্প' এবং 'নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

(ঝ) Slaughterhouse নির্মাণের প্রকল্প কার্যক্রমে এবং মাংস প্রক্রিয়াকারীদের প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়।

(ঞ) Specification Identification ছাড়া Quarantine Certificate ইস্যু না করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

(ট) মৎস্য অধিদপ্তরের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহের ফুড সেফটি টেস্ট প্যারামিটার সুবিধাদি ব্যবহার করে আমদানিকৃত ফিস ফিড নিয়মিত পরীক্ষার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়।

(ঠ) আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্তির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

(ড) অধিক নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ (ডিম, দুধ, মাংস) উৎপাদনে উত্তম চর্চা প্রয়োগের বিষয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

(ঢ) বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুতসময়ের মধ্যে সম্পন্নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

(ণ) Fish feed এবং Poultry feed এর Ingredent নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

(ত) চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকায় সিইটিপির সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। শিল্প কারখানায় স্থাপিত ইটিপিসমূহ Real Time ভিত্তিতে মনিটরিং করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত-৩: Enforcement Coordination Committee এর রূপরেখার খসড়া প্রস্তুতপূর্বক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-৪: জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট হতে খাদ্য নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট এর বিস্তারিত প্রতিবেদন (Analytical Report) প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খাদ্য নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট এর বিস্তারিত প্রতিবেদন (Analytical Report) প্রাপ্তির পর টেস্টিং ফি প্রদান করা হবে মর্মে পরিচালক, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটকে অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-৫: Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-৬: মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ হতে ১ জন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ১ জন প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবিধ সিদ্ধান্ত-১: Research Based কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফুড সেফটি সম্পর্কিত পাবলিকেশনসমূহ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পত্র প্রেরণ এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম তরান্বিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

বিবিধ সিদ্ধান্ত-২: কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য Diversified Agro based Food Processing Industry প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণে সকলকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৭ম সভার স্থির চিত্র

৩.৪ "কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র ৮ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
তারিখ : ২১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ১১:০০ টা
স্থান : প্রশিক্ষণ কক্ষ (লেভেল-৬)

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৭ম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৩.৫ কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৮ম সভার আলোচ্যসূচি সমূহ:

আলোচ্য সূচি-১: গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৭ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

আলোচ্য সূচি-২: গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৭ম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়ন অগ্রগতি

ক) ফল পাকানোর বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটিতে নিম্নবর্ণিত ৩ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন।

২। পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

৩। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সমন্বিত মোবাইল কোর্ট ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সমন্বিত মনিটরিং কার্যক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এফপিএমইউ এর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গ) কীটনাশকের পরিমিত ব্যবহারের (Judicious use) বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি, কীটনাশক ব্যবসায়ীদের মনিটরিং এর আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়। পোল্ট্রি, মৎস্য ও ডেইরি শিল্পে খামারিরা মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করছে কিনা তা মনিটরিং এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়।

ঘ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সাথে MoU স্বাক্ষরের জন্য MoU এর ড্রাফট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঙ) আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর পর্যালোচনা বিষয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাব অন্তর্ভুক্তির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

চ) বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। পূর্বাচলে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের DPP প্রস্তুতের কাজ তরান্বিত করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ছ) 'Sustainable Coastal and Marine Fisheries (SCMF) প্রকল্প' এবং 'নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

জ) Slaughterhouse নির্মাণের প্রকল্প কার্যক্রমে এবং মাংস প্রক্রিয়াকারীদের প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়।

ঝ) মৎস্য অধিদপ্তরের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহের ফুড সেফটি টেস্ট প্যারামিটার সুবিধাদি ব্যবহার করে আমদানিকৃত ফিস ফিড নিয়মিত পরীক্ষার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়।

ড) অনিরাপদ মাংস আমদানি বন্ধের ক্ষেত্রে বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুতসময়ের মধ্যে সম্পন্নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ত) চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকায় সিইটিপির সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। শিল্প কারখানায় স্থাপিত ইটিপিসমূহ Real Time ভিত্তিতে মনিটরিং করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়।

আলোচ্য সূচি-৩: Enforcement Coordination Committee এর রূপরেখার খসড়া প্রস্তুতপূর্বক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য সূচি-৪: জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট হতে খাদ্য নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট এর বিস্তারিত প্রতিবেদন (Analytical Report) প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খাদ্য নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট এর বিস্তারিত প্রতিবেদন (Analytical Report) প্রাপ্তির পর টেস্টিং ফি প্রদান করা হবে মর্মে পরিচালক, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটকে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য সূচি-৫: Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্য সূচি-৬: মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ হতে ১ জন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ১ জন প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো_অপ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবিধ আলোচ্যসূচি-১: Research Based কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফুড সেফটি সম্পর্কিত পাবলিকেশনসমূহ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পত্র প্রেরণ এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম তরান্বিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

বিবিধ আলোচ্যসূচি-২: কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য Diversified Agro based Food Processing Industry প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণে সকলকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ করা হয়।

৩.৬ কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র ৮ম সভার সিদ্ধান্তসমূহ:

সিদ্ধান্ত-১: গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ অনুষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'র ৭ম সভার কার্যবিবরণীতে কোনো প্রকার আপত্তি/সংশোধন না থাকায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-২: ক) প্রতিবেদনের উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে ফল পাকানোর বিষয়ে গাইডলাইন/নির্দেশনা প্রণয়ন করার জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রযুক্তিসমূহের প্রায়োগিক দিকসমূহ যাচাই করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খ) প্রতি মাসেই সমন্বিত মোবাইল কোর্ট ও বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গ) মনিটরিং এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সহ সকলকে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া কীটনাশক, মৎস্য ও পোল্ট্রি খাদ্য বিক্রেতাকে লাইসেন্সিং এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য সমন্বিতভাবে সকলকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ করা হয়।

ঘ) MoU এর ড্রাফট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের নিমিত্ত নিরাপদ খাদ্য শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ করা হয় এবং অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

ঙ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাবসমূহ পুনরায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চ) বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়নের কমিটিসমূহে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

'পেস্টিসাইড কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিতে' বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছ) কার্যক্রম জোরদার করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

জ) কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ঝ) ফিস ফিড এবং আমদানিকৃত মৎস্য বা মৎস্য জাতীয় পণ্যে ফুড সেফটি প্যারামিটারসমূহ নিয়মিত পরীক্ষা এবং সকল আমদানি সার্টিফিকেটসমূহ যাচাই করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ড) দ্রুত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রোটোকল প্রস্তুতের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

ত) পরিবেশ অধিদপ্তর কে শিল্প কারখানা ও শিল্পনগরীর ইটিপিসমূহের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-৩: 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের' ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে Enforcement Coordination Committee এর রূপরেখার খসড়া প্রস্তুতপূর্বক আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত-৪: খাদ্য নিরাপদতার প্যারামিটারসমূহ (যেমন: কৃত্রিম রঙ, হেভী মেটাল, রাসায়নিক রেসিডিউ, মাইক্রোবিয়াল দূষণ ইত্যাদি) পরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটকে অনুরোধ জানানো হয়। ফুড সেফটি সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলসমূহ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণের জন্য জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটকে অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-৫: Food Related Disease এর পৃথক Database তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-৬: প্রতিনিধি মনোনয়ন চেয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ফলোআপ চিঠি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবিধ সিদ্ধান্ত-১: Research Based কার্যক্রম পরিচালনাকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ফুড সেফটি সম্পর্কিত পাবলিকেশনসমূহ পর্যালোচনা করে কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

বিবিধ সিদ্ধান্ত-২: 'এগ্রো ট্রেড ওয়ার্কিং গ্রুপ' এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার অনুরোধ করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৮ম সভার স্থির চিত্র

৩.৭ কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির অনুষ্ঠিত সভা সংক্রান্ত তথ্য (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

সভা নং	সভার তারিখ
প্রথম সভা	১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬
দ্বিতীয় সভা	১৮ মে ২০১৭
তৃতীয় সভা	০১ নভেম্বর ২০১৭
চতুর্থ সভা	০২ ডিসেম্বর ২০১৮
পঞ্চম সভা	০৮ আগস্ট ২০১৯
সপ্তম সভা	০৬ ডিসেম্বর ২০২১
অষ্টম সভা	২১ জুন ২০২২

৩.৮ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি:

জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে "নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেন জেলা ও মেট্রোপলিটন কার্যালয়ে দায়িত্বরত নিরাপদ খাদ্য অফিসার। ২০২১-২২ অর্থবছরে সারাদেশে অংশীজনদের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়গণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৩১ টি "জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি"র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪. কারিগরি কমিটি/Technical working group:

নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭ এর ধারা ০৩ এর (০২) মোতাবেক নিম্নোক্ত ০৮টি বিষয়ের কারিগরি কমিটি গঠন করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে ৬টি কারিগরী কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিটিগুলো হচ্ছে

ক্রমিক	কারিগরী কমিটির নাম
(ক)	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্যসংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক (Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)
(খ)	কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ বিষয়ক (Pesticides & Antibiotics Residues)
(গ)	জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য বিষয়ক (Genetically Modified Organisms and
(ঘ)	জৈবিক ঝুঁকি (Biological Risk and Biosecurity) বিষয়ক
(ঙ)	খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু বিষয়ক (Contaminants in The Food Chain)
(চ)	মোড়ক পরিচিতি বিষয়ক (Labeling and packaging)

৪.১ কারিগরি কমিটি গঠন ও পুন: গঠন বিষয়ক:

"কারিগরি কমিটি গঠন ও পুন: গঠন বিষয়ক সভায়" উপরোক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে ০৬টি বিষয়ের (ক-চ) কারিগরি কমিটি গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য (আইন ও নীতি) এর সভাপতিত্বে কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক গঠন করা হয় এবং তা ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। প্রতিটি কারিগরি কমিটি ০৭ থেকে ০৯ সদস্য নিয়ে গঠিত এবং কমিটির মেয়াদকাল ০৪ বছর। কমিটির সদস্যগণ একাধিকক্রমে ০২ মেয়াদের অধিক একই কমিটিতে এবং একই সময়ে ০২টির অধিক কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকতে পারে না।

৪.২ কারিগরি কমিটির সাচিবিক সহায়তা:

কারিগরি কমিটিসমূহের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রতিটি কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব ও বিকল্প দায়িত্ব পালনের জন্য বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ১৩.০২.০০০০.৫০৬.০৬.০০৬.২০-৫৪২ স্মারকের মাধ্যমে আদেশ জারি করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্যগণের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন এবং কমিটিতে তাদের প্রাথমিক ভূমিকা সম্পর্কেও অবহিত করেন।

৪.৩ সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা:

ক্রমিক	কমিটির নাম	সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার নাম	সহযোগী বিকল্প কর্মকর্তার নাম
১.	লেবেলিং এবং প্যাকেজিং সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Labelling and Packaging)	জনাব মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার অতিরিক্ত পরিচালক, পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	জনাব মোঃ শওকত হোসেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, খাদ্যমান সমন্বয় শাখা
২.	কীট নাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ বিষয়ক (Technical Committee on Pesticides & Antibiotics Residues)	অমিতাভ মন্ডল, অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব)-প্রয়োগ অনুবিভাগ	সৌরভ কুমার সিংহ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নিরাপদ খাদ্য প্রতিপালন (শিল্প) শাখা
৩.	জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Genetically Modified Organisms and Foods)	মোহাম্মদ আতিকুর রহমান মজুমদার, অতিরিক্ত পরিচালক, (উপসচিব)-সংস্থাপন অনুবিভাগ	জনাব সালমান সিরাজী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিশ্লেষণধর্মী পরীক্ষাগার শাখা
৪.	জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি খাদ্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Biological Risk and Biosecurity)	ড. সহদেব চন্দ্র সাহা পরিচালক (খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম বিভাগ)	জনাব সুমেন মজুমদার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, খাদ্যবাহিত রোগ নজরদারী শাখা
৫.	খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু বিষয়ক (Technical Committee on Contaminants in The Food Chain)	ডঃ মোহাম্মদ মুসলিম, পরিচালক (খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় বিভাগ)	জনাব শাওরিন ইসলাম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরীক্ষাগার মানসনদ সমন্বয় শাখা
৬.	খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু বিষয়ক (Technical Committee on Food Additives, Flavoring, Processing Aids & Materials)	---	জনবা মো:তাইফ আলী গবেষণা কর্মকর্তা, ঝুঁকি নিরুপন শাখা

৪.৪ ২০২১-২২ অর্থবছরে কারিগরি কমিটির অনুষ্ঠিত সভার সময়সূচি:

ক্রমিক	কারিগরি কমিটির নাম	সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
১.	কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ বিষয়ক (Technical Committee on Pesticides & Antibiotics Residues)	১৩ মার্চ, ২০২২ খ্রি.
২.	জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি খাদ্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Biological Risk and Biosecurity)	২২ জুন, ২০২২ খ্রি:

ক্রমিক	কারিগরি কমিটির নাম	সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
৩.	খাদ্য-শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু বিষয়ক (Technical Committee on Contaminants in The Food Chain)	৩০ মে, ২০২২ খ্রি.
৪.	জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Genetically Modified Organisms and Foods)	১০ মার্চ, ২০২২ খ্রি.
৫.	লেবেলিং এবং প্যাকেজিং সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কমিটি (Technical Committee on Labelling and Packaging)	১৩ এপ্রিল,২০২২ খ্রি.

৪.৫ কারিগরি কমিটির সভা সংক্রান্ত তথ্য:

৪.৫.১ জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	ড. মো. মজিবুর রহমান, অধ্যাপক, অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সভার স্থান	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৬)
তারিখ ও সময়	২২ জুন, ২০২২ খ্রি: সকাল: ১১:০০ টা

নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা ২০১৭ এর বিধি ৪(৩) অনুযায়ী কারিগরি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবেন। এমতাবস্থায় সভাপতি ও সদস্য সচিব নির্ধারণের লক্ষ্যে 'জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি সম্পর্কিত কারিগরি কমিটি'র ১ম সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় 'জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি সম্পর্কিত কারিগরি কমিটি'র সকল সদস্যদের সাথে পরিচিতি পর্ব শেষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং কারিগরি সভা আহবানের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য কর্তৃপক্ষের কারিগরি কমিটি সমূহকে কার্যকর করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে আয়োজিত খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির প্রথম সভায় সদস্যগণকে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। কর্তৃপক্ষের কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব নির্বাচনের লক্ষ্যে যথাক্রমে ড. মজিবুর রহমান, অধ্যাপক, অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম বিভাগ এর পরিচালক উক্ত কমিটির সাচিবিক দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা ড. সহদেব চন্দ্র সাহা সভা সঞ্চালনা করেন। তাঁর অনুরোধে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব সুমেন মজুমদার কারিগরি কমিটির গঠন প্রক্রিয়া ও কার্যপরিধি সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেন। পরবর্তীতে ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক, অধ্যাপক, অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. লতিফুল বারি, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর নাম প্রস্তাব করলে উপস্থিত সকলে তা সর্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ ও সমর্থন করেন। পরিশেষে নবনির্বাচিত সভাপতি ড. মজিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে উক্ত কমিটির মূল কার্যক্রম শুরু হয়।

আলোচনা ও মতামত:

১। কমিটির সুপারিশকৃত সভাপতি ড. মো. মজিবুর রহমান সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব পদ কোনো বড় বিষয় নয়, বরং সকল সদস্যকে একনিষ্ঠভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে কমিটির কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এসময় তিনি কারিগরি কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি কমিটির সদস্যদের আলোচনা করার আহবান করেন।

২। কমিটির সদস্য ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময়কার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি বিষয়টি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের

অন্তর্ভুক্ত করায় সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের ধন্যবাদ জানান। জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি বিষয়ে নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন, বিদ্যমান নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন বা হালনাগাদকরণে কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি বিষয়ক কেস স্টাডি করার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা নেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতকরণে রেফারেন্স ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা ও ডেজিগনেটেড ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে ল্যাবরেটরি ভিজিট করে ডেজিগনেটেড করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিতকরণে একটি শক্তিশালী সার্ভার সিস্টেম গঠনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

৩। কমিটির সদস্য ড. মো. তানভীর রহমান সহমত পোষণ করে বলেন, বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিতকরণে জন্য কৃষক থেকে শুরু করে সকল স্টেকহোল্ডার কে অন্তর্ভুক্ত করে একটি শক্তিশালী ইনফরমেশন সিস্টেম গঠন করতে হবে।

৪। কমিটির সদস্য ড. আসাদুলগনি, সেন্ট্রাল ও রিজিওনাল ল্যাবরেটরি চিহ্নিতকরণ ও রেফারেন্স ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি এইসকল ল্যাবসমূহের একটি সুনির্দিষ্ট TOR (Terms of Reference) তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

৫। কমিটির সদস্য ড. আলী আজম তালুকদার ও ড. জাহিদ হায়াত মাহমুদ জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি বিষয়ে নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়ন, বিদ্যমান নীতিমালা বা বিধিমালা সংশোধন বা হালনাগাদকরণে সরধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

৬। কমিটির সাচিবিক দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা ড. সহদেব চন্দ্র সাহা কমিটির কাজকে আরো বেগবান করার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ড. মোহাম্মদ এনায়েত হসেইন, সহযোগী অধ্যাপক, নিউরোলজি, ন্যাশনাল ইন্সিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স কে কমিটিতে নতুন সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার প্রস্তাব করেন।

৭। কমিটির সুপারিশকৃত সভাপতি ড. মো. মজিবুর রহমান সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে ল্যাবরেটরি ভিজিট করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ট্রেনিং এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি বিষয়ক একটি খসড়া MoU তৈরির জন্য কমিটির সদস্য ড. আলী আজম তালুকদার কে নির্দেশনা প্রদান করেন। আইনগত কোনো বাধা না থাকলে ড. মোহাম্মদ এনায়েত হসেইন এর CV পর্যালোচনা করে তাকে কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সিদ্ধান্ত:

১। জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির মেয়াদকালীন সময়ে অনুষ্ঠিতব্য সভাসমূহে অধ্যাপক ড. মো. মজিবুর রহমান সভাপতি এবং ড. লাতিফুল বারি সদস্য সচিব নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়।

২। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জৈবিক ঝুঁকি ও বায়োসিকিউরিটি বিষয়ক একটি খসড়া MoU তৈরির জন্য কমিটির সদস্য ড. আলী আজম তালুকদার কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩। কমিটিতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট এর বিষয়টি পরবর্তী সভায় নিষ্পন্ন করা হবে।

৪.৫.২ জিনগত ভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির ১ ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
সভার স্থান	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল -৬)
তারিখ ও সময়	১০ মার্চ, ২০২২ খ্রি: সকাল ১১:০০ টা

নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা ২০১৭ এর বিধি ৪ (৩) অনুযায়ী কারিগরি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবেন। এমতাবস্থায় সভাপতি ও সদস্য সচিব নির্ধারণের লক্ষ্যে ' জিনগত ভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি'র ১ম সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় ' জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি'র সকল সদস্যদের সাথে পরিচিতি পর্ব শেষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং কারিগরি সভা আহবানের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য কর্তৃপক্ষের কারিগরি কমিটি সমূহকে কার্যকর করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে আয়োজিত জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির প্রথম সভায় সদস্যগণকে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত পরিচালক ও উক্ত কমিটির সাচিবিক দায়িত্বপালনকারী অফিসার জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান মজুমদার সভা সঞ্চালনা করেন। তাঁর অনুরোধে কমিটি অফিসার জনাব আহমদ সালমান সিরাজী কারিগরি কমিটির গঠন প্রক্রিয়া ও কার্যপরিধি সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেন। পরবর্তীতে জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান মজুমদার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় ও সদস্য মহোদয়গণের উপস্থিতিতে কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব নির্বাচনের লক্ষ্যে যথাক্রমে অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার, পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর এর নাম প্রস্তাব করলে উপস্থিত সকলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ ও সমর্থন করেন। পরিশেষে নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক এর সভাপতিত্বে উক্ত কমিটির মূল কার্যক্রম শুরু হয়।

আলোচনা ও মতামত:

১। কমিটির সুপারিশকৃত সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, কমিটির সভাপতি / সদস্য সচিব পদ কোনো বড় বিষয় নয়, বরং সকল সদস্যকে একনিষ্ঠভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে কমিটির কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এসময় তিনি কারিগরি কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি কমিটির সদস্যজনকে আলোচনা করার আহবান করেন।

২। কমিটির সুপারিশকৃত সদস্য সচিব মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার " জিনগত ভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য " বিষয়টি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করায় সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের ধন্যবাদ জানান। জিএমও সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি - প্রবিধান প্রণয়নে কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্বশরীরে সভা আয়োজনের পাশাপাশি ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা নিজেদের পরস্পরের সাথে সংযুক্ত রাখার আহ্বান জানান।

৩। কমিটির সদস্য ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইউসুফ আখন্দ বলেন, জিনগত ভাবে পরিবর্তিত খাদ্যের লেবেলিং সম্পর্কিত গাইডলাইন প্রণয়নে কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪। কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. জেবা ইসলাম সিরাজ বলেন, কমিটির সদস্য হিসেবে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ বায়োটেকনোলজি (এন আই বি) এর মহাপরিচালককে কো - অপ্ট করা যেতে পারে।

৫। কমিটির সদস্য ড. মোঃ আজিজ জিলানী চৌধুরী বলেন, কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) প্রণয়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

১। জিনগতভাবে পরিবর্তিত জীব ও খাদ্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির মেয়াদকালীন সময়ে অনুষ্ঠিতব্য সভাসমূহে অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক সভাপতি এবং জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার সদস্য সচিব হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

২। কমিটির পরবর্তী সভা আগামী ঈদ উল ফিতরের পর মে ২০২২ মাসে বা তৎপরবর্তী সুবিধাজনক সময়ে আয়োজন করা হবে।

৩। কমিটিতে নতুন সদস্য কো - অপ্ট এর বিষয়টি পরবর্তী সভায় নিষ্পন্ন করা হবে।

৪.৫.৩ লেবেলিং ও প্যাকেজিং সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	এ কে এম নুরুল আফসার
সভার স্থান	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৬)
তারিখ ও সময়	১৩ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি: সকাল: ১১:০০ টা

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত সদস্য জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে তিনি সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কারিগরি কমিটি সমূহকে কার্যকর করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আয়োজিত প্যাকেজিং ও লেবেলিং সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির প্রথম সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মো: কাওছারুল ইসলাম সিকদারকে সভা সঞ্চালনা করার অনুরোধ জানান। অতঃপর সভার উপস্থিত নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য প্রফেসর ড. আব্দুল আলীম এবং জনাব মো: রেজাউল করিম কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিষয়ে আলোকপাত করেন। কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো: শওকত হোসেন কর্তৃপক্ষের গঠন, খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি, গৃহীত পদক্ষেপ এবং কারিগরি কমিটি বিধিমালা, ২০১৭ এর উপর একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্যাকেজিং ও লেবেলিং সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির খসড়া কার্যপরিধি ও খাদ্যপণ্যের প্যাকেজিং এবং লেবেলিং এর সাথে সম্পর্কিত উদ্বেগসমূহের উপর আলোকপাত করেন।

পরবর্তীতে সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। লেবেলিং ও প্যাকেজিং সম্পর্কিত গঠিত কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে কমিটির সভাপতি হিসেবে জনাব এ কে এম নুরুল আফসার, সাবেক মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং সদস্য সচিব হিসেবে বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন বোর্ডের সাবেক মহাপরিচালক ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলীকে মনোনয়ন প্রদানের সুপারিশ করেন।

২। কমিটির নবনিযুক্ত সভাপতি জনাব এ কে এম নূরুল আফসার উপস্থিত সকলকে তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করায় সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ বর্তমানে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক দূর এগিয়েছে। এক্ষেত্রে খাদ্য বাজারজাতকরণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম শর্ত হলো খাদ্যপণ্যের যথাযথ লেবেলিং এবং প্যাকেজিং। তিনি এ বিষয়ে আরও উল্লেখ করেন, উক্ত কমিটি খাদ্যপণ্যের লেবেলিং এবং প্যাকেজিং বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করবেন যাতে কর্তৃপক্ষ সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩। উপস্থিত ০৫ (পাঁচ) সদস্যের কারিগরি কমিটি ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে রূপদানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্মানিত সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

৪। কমিটির নবনিযুক্ত সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলী উক্ত কমিটির সদস্যদের মধ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস থেকে প্রতিনিধি রাখার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেন। IPH এর সাবেক পরিচালক ডা. শাহ মাহফুজুর রহমান সদস্য সচিবের মতামত সমর্থন করেন। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন, প্যাকেজিং এবং লেবেলিং বিষয়ে তাঁর মূল্যবান গবেষণা আছে এবং উক্ত কমিটি দেশের মানুষের জন্য খাদ্যপণ্যের প্যাকেজিং এবং লেবেলিং বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৫। কমিটির কার্যপরিধি (TOR) নির্ধারণ বিষয়ে কমিটির সভাপতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সবার মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান করেন যাতে পরবর্তী সভায় কমিটির খসড়া কার্যপরিধির সাথে সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ কার্যপরিধি তৈরি করা সম্ভব হয়।

৬। কর্তৃপক্ষের সম্মানিত সদস্য জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর থেকে একজন প্রতিনিধি উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

১। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্যাকেজিং ও লেবেলিং সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির সভাপতি হিসেবে জনাব এ কে এম নূরুল আফসার, সাবেক মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর -কে এবং ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলী, সাবেক মহাপরিচালক, BAB-কে সদস্য সচিব হিসেবে মনোনীত করা হয়।

২। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কাস্টমস, BSTI (Bangladesh Standards and Testing Institution) এবং CAB (Consumers Association of Bangladesh) থেকে একজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে এবং উপযুক্ত প্রতিনিধির নাম প্রস্তাবের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে চিঠি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। মে, ২০২২ এর মধ্যে কমিটির খসড়া কার্যপরিধি বিষয়ে মতামত ও কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করার সিদ্ধান্ত গহীত হয়।

৪। কমিটির কার্যক্রম বেগবান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে দ্রুত যোগাযোগের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি "হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ" গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪.৫.৪ খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা
সভার স্থান	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৬)
তারিখ ও সময়	৩০ মে, ২০২২ খ্রি: সকাল: ১১: ০০ টা

সভার শুরুতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি) জনাবমঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ 'খাদ্য শৃঙ্খলে দুষিত বস্তু' সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির উপস্থিত সকল সদস্যদের সাথে পরিচিতিপর্ব শেষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং কারিগরি কমিটির সভা আহবানের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে তিনি বলেন, কারিগরি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা ২০১৭ এর বিধি ৪ (৩) তে উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সদস্যগণের মধ্য হতে কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব নিধারণের জন্য সম্মানিত সদস্যগণকে আহবান জানান। কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব নিধারণের

সদস্য সচিব নির্ধারণের জন্য সম্মানিত সদস্যগণকে আহবান জানান। কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব নির্ধারণের লক্ষ্যে ইহার ১ম সভার কার্যক্রম শুরু হয় এবং কমিটির সাচিবিক দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় বিভাগের পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসলিম এ সভা সঞ্চালনা করেন এবং তাঁর অনুরোধে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব সুমেন মজুমদার কারিগরি কমিটির গঠন প্রক্রিয়া ও কার্যপরিধি সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেন। এ পর্যায়ে কমিটির সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক, কমিটির সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক ও সদস্য সচিব হিসাবে অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল রউফ মামুন- এর নাম প্রস্তাব করিলে ইহা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত ও গৃহীত হয়। এর পর কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক - এর সভাপতিত্বে উক্ত কমিটির মূল কার্যক্রম শুরু হয়।

আলোচনা ও মতামত:

১। সভাপতি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষ বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে 'খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু সম্পর্কিত কারিগরি কমিটি' গঠন করায় কর্তৃপক্ষ ও সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাকালে ইহার পটভূমি ও তৎপরবর্তী কর্তৃপক্ষের কৌশলগত কার্যক্রমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভুমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন এবং ভবিষ্যতে কারিগরি কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু সম্পর্কিত বিষয়ে কমিটির সদস্যদের আলোচনা করার আহবান জানান।

২। কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ সভায় জানান যে, "নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর তফসিল-৬ এর (খ) বিবিধ মাইকোটক্সিন" অংশে কতিপয় দূষকের যেমন- "যে কোন খাদ্য পণ্যে" এর জন্য আগারিক এসিড, হাইড্রোসায়ানিক এসিড, হাইপারিসিন ও স্যাফ্রোল দূষকের জন্য সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত Naturally Occurring Toxins (NOTs) এর ক্ষেত্রে খাদ্য পণ্যের নাম সুনির্দিষ্ট না থাকা এবং উক্ত দূষকের উপস্থিতি ও মাত্রা যে কোন খাদ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় খাদ্য ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাদ্যপণ্য ও খাদ্য উপকরণ আমদানি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং "যে কোন খাদ্য পণ্যে" সংশোধন করিয়া খাদ্যপণ্যের নাম সুনির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন মর্মে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয় যে "Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)" কর্তৃক ২০১৫ সালে প্রকাশিত "Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation 2011", এ NOTs এর উপস্থিতি ও মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে "যে কোন খাদ্য পণ্যে" এর পরিবর্তে নিম্নরূপে খাদ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে:

Sl. No	Name of naturally occurring toxic substances (NOT'S)	Article of food	Maximum limits (ppm)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	Agaric acid	Food containing ushrooms	১০০
		Alcoholic beverages	১০০
২		Nougat, marzipan or its substitutes or similar	৫
		Canned stone fruits	৫
		Alcoholic beverages	৫

Sl. No	Name of naturally occurring toxic substances (NOT'S)	Article of food	Maximum limits (ppm)
	Hydrocyanic acid	Confectionery	৫
		Stone fruit juices	৫
		10 [Sago, Cassava flour. Tapioca flour, Manihot flour and their products	১০
৩	Hypericine	Alcoholic beverages	১
৪	Saffrole	Meat preparations and meat products including poultry and game	১০
		Fish preparations and fish products	১০
		Soups and sauces	১০
		Non-alcoholic beverages	১০
		Food containing mace and nutineg	১০
		Alcoholic beverages	১০

*Reference: In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to 'Crop Contaminants and naturally occurring toxic substances.

এমতাবস্থায়, উক্ত প্রবিধানমালার তফসিল-৬ এর (খ) বিবিধ মাইকোটক্সিন ছকের কলাম ৩ অংশে "যে কোন খাদ্য পণ্যে" এর পরিবর্তে খাদ্যপণ্যের নাম আন্তর্জাতিক রেফারেন্স অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট করার জন্য সভায় আলোচনা করা হয়।

৩। কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল রউফ মামুন বলেন, নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করার সময় CODEX, European Commission, FSSAI এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার বিধিবিধান, নির্দেশিকা ও দেশের বিভিন্ন অংশিজনের পরামর্শ অনুসরন করে প্রবিধানমালাটি প্রণয়ন করা হয়। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে কোডেক্স, FSSAI সহ অন্যান্য সংস্থার এইরূপ বিধিবিধান হালনাগাদ করা হয়েছে। তাই প্রস্তাবমতে প্রবিধানমালার উক্ত অংশের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। তবে প্রবিধানমালাটি হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪। কমিটির সদস্য ডা: শাহ মনির হোসেন পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক রেফারেন্স ও আইনগত বিষয়েটি খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিটির সভাপতি ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক কোডেক্সসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার রেফারেন্স বিবেচনা করে নিরাপদখাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর তফসিল-৬ এ এর (খ) বিবিধ মাইকোটক্সিন ছকের কলাম ৩ অংশে খাদ্য সুনির্দিষ্ট করার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়ার সুপারিশ করা যেতে মর্মে মতামত প্রদান করেন। তিনি পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে এজেন্ডা ভিত্তিক একটি Technical Working Group গঠন করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

৫। অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক কমিটিতে আরও একজন সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি কর্তৃপক্ষের সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি) কে কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত:

২। খাদ্য শৃঙ্খলে দূষিত বস্তু সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির মেয়াদকালীন অনুষ্ঠিতব্য সভাসমূহে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক- কে সভাপতি এবং অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল রউফ মামুন-কে সদস্য সচিব নির্ধারণের সুপারিশ করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি) জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ- কে কমিটির নবম সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ গৃহীত হয়

২. নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর তাফসিল-৬ এর (খ) বিবিধ মাইকোটক্সিন ছকের নিম্নবর্ণিত দূষকের মাত্রা নির্ধারনের ক্ষেত্রে কলাম-৩ অংশে খাদ্যদ্রব্যের নাম "যে কোন খাদ্য পণ্যে" এর পরিবর্তে নিম্নরূপে কোডেক্স ফুড কোডসহ সুনির্দিষ্ট করে পত্র জারির সুপারিশ করা হয়। তবে কমিটি অভিমত ব্যক্ত করে যে, মূল প্রবিধানমালার অনুরূপ পত্র জারি করার পূর্বে আইনি বিষয় খতিয়ে দেখা এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি অংশীজন যথা, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ এবং পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট এর মতামত নেয়া বাঞ্ছনীয়

দূষকের নাম	কোডেক্স ফুড কোড	খাদ্যদ্রব্যের নাম	সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (পিপিএম)
১	২	৩	৪
আগারিক এসিড	৪.৩	মাশরুমযুক্ত খাদ্যদ্রব্য	১০০
	১৪.২	এলকোহলিক বেভারেজ	১০০
হাইড্রোসায়ানিক এসিড	৫.২.৩	বাদাম ও চিনিযুক্ত কেক, কনফেকশনারি খাদ্য ইত্যাদি (Nougat, Marzipan or its substitutes etc)	৫.০
	৪.১.২.৪	টিনজাত স্টোন ফ্রুটস (Canned stone fruits) ও স্টোন ফ্রুট জুস (Stone fruit juices)	৫.০
	১৪.২	এলকোহলিক বেভারেজ	৫.০
	৫.০	কনফেকশনারি	৫.০
	৬.২.১ ৬.২ ৬.৫	সাগু (Sago), কাসাভা (Cassava), ট্যাপিওকা (Tapioca), ম্যানিহট (Manihot) থেকে প্রাপ্ত ময়দা এবং উহার ময়দা দিয়ে তৈরি খাদ্যপণ্য	১০.০
হাইপারিসিন	১৪.২	এলকোহলিক বেভারেজ	১.০

৪.৫.৫ কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির ১ ম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	ড. শেখ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা
সভার স্থান	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৬)
তারিখ ও সময়	১৩ মার্চ, ২০২২ খ্রি : সকাল : ১৯:০০ টা

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে তিনি সভা আহবানের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য কর্তৃপক্ষের কারিগরি কমিটিসমূহকে কার্যকর করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে আয়োজিত কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কিত কারিগরী কমিটির প্রথম সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান এবং কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব অমিতাভ মন্ডলকে সভা সঞ্চালনা করার অনুরোধ জানান। অতঃপর সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ এবং জনাব শাহনওয়াজ দিলরুবা খান কারিগরি কমিটির গঠন ও কার্যাবলি বিষয়ে আলোকপাত করেন। কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব সৌরভ কুমার সিংহ সভায় দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কিত কারিগরী কমিটির খসড়া কার্যপরিধি দেশে বিভিন্ন খাদ্যে প্রাপ্ত কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কিত দূষণের সামগ্রিক চিত্র ও গৃহীত পদক্ষেপ উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা ১: কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব নির্ধারণঃ

জনাব অমিতাভ মন্ডল নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা ২০১৭ এর বিধি ৪(৩) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় ও সদস্যদের উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কমিটির সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ আতিক রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ এবং সদস্য সচিব হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাঃ কামরুল হাছানকে মনোনয়ন প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন।

বিশেষ কারণে নবনির্বাচিত সভাপতি সভায় উপস্থিত না থাকায় অধ্যাপক ড. শেখ নজরুল ইসলাম সভাপতি হিসেবে সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

সিদ্ধান্ত ১: কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ আতিক রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ - কে এবং অধ্যাপক ড. মোহাঃ কামরুল হাছান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়- কে সদস্য সচিব হিসেবে মনোনীত করা হয়।

আলোচনা ২ : বিবিধঃ

১। কমিটির নবনির্বাচিত সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. মোহাঃ কামরুল হাছান কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ ও এর সম্পর্কিত খাদ্য দূষণের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করায় সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশে National Residue Control Plan

তৈরি এবং কার্যকর করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মতামত প্রদান করেন। এ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডে বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন গবেষণা ও সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ও সক্রিয় অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২। কমিটির সদস্য অধ্যাপক ড. শেখ নজরুল ইসলাম খাবারে দূষণের উৎস অনুসন্ধান এবং খাদ্যের ভেজাল চিহ্নিতকরণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। ডাঃ মোঃ মেহেদি হাসান কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

৩। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)- এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সুলতান আহমেদ আলোচনায় অংশগ্রহন করে বলেন যে, উক্ত কারিগরি কমিটির মাধ্যমে National Residue Monitoring Plan প্রস্তুত করে সারা দেশব্যাপী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও ফসলে কীটনাশক স্প্রে করার নির্দিষ্ট সময় পরে যেন কৃষকরা মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ করে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দূষণ কমানো সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক ড. মোঃ আখতার হোসেন চৌধুরী কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ বর্তমানে খাদ্য দূষণের একটি অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেন।

৪। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় উক্ত কারিগরি কমিটিকে নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭ এর উপর ভবিষ্যতে আলোচনা ও মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত : ২

১। কমিটির খসড়া কার্যপরিধি পরবর্তী সভায় সুনির্দিষ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। কমিটির পরবর্তী সভা আগামী মে ২০২২ বা তৎপরবর্তী সুবিধাজনক সময়ে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম:

৫.১ নবনিয়োগ:

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০১৮, অনুসরণপূর্বক ১৩-১৬ তম গ্রেডের ব্যক্তিগত সহকারী, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং নমুনা সংগ্রহ সহকারী পদে সর্বমোট ৬২ জন কর্মচারী নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লিখিত পদসমূহে ৫৭ জন কর্মচারী যোগদান করেছেন যারা ইতোমধ্যে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয় সমূহে সংযুক্ত হয়ে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে সহযোগিতা করে চলেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের শূন্য পদসমূহে কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩-১৬ তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের পরিসংখ্যান:

গ্রেড	পদের নাম	নিয়োগের জন্য সুপারিশ	যোগদান
১৪	ব্যক্তিগত সহকারী	৮ জন	৭ জন
১৬	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৫ জন	৫ জন
১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১২ জন	১১ জন
১৬	নমুন সংগ্রহ সহকারী	৩৭ জন	৩৪ জন
সর্বমোট		**৬২ জন**	**৫৭ জন**

৫.২ বাজেট ব্যবস্থাপনা:

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Mid- Term Budgetary Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালকের নেতৃত্বে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।

৫.২.১ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্তৃপক্ষের খাতওয়ারী প্রাপ্ত বাজেট বিবরণী:

ক্রমিক	খাতের বিবরণ	সংশোধিত প্রাপ্তি (লক্ষ	প্রকৃত ব্যয়	বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের
১.	বেতন বাবদ সহায়তা	৭৪৩.৩৬	৪৯০.৮৩	৬৬.০৩%
২.	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৬৪৬.৮৩	৩৮৪.১৮	৫৯.৩৯%
৩.	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২৩১৪.৮১	২১৯৭.৪৫	৯৪.৯৩%
৪.	গবেষণা অনুদান	৩০.০০	২৯.০১	৯৬.৭%
৫.	যন্ত্রপাতি অনুদান	১০৩.০০	১০১.৮৬	৯৮.৮৯%
৬.	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০.০০	৪৭.৩৬	৯৪.৭২%
৭.	অন্যান্য মূলধন অনুদান	১০০.০০	৯৯.৯৮	৯৯.৯৮%

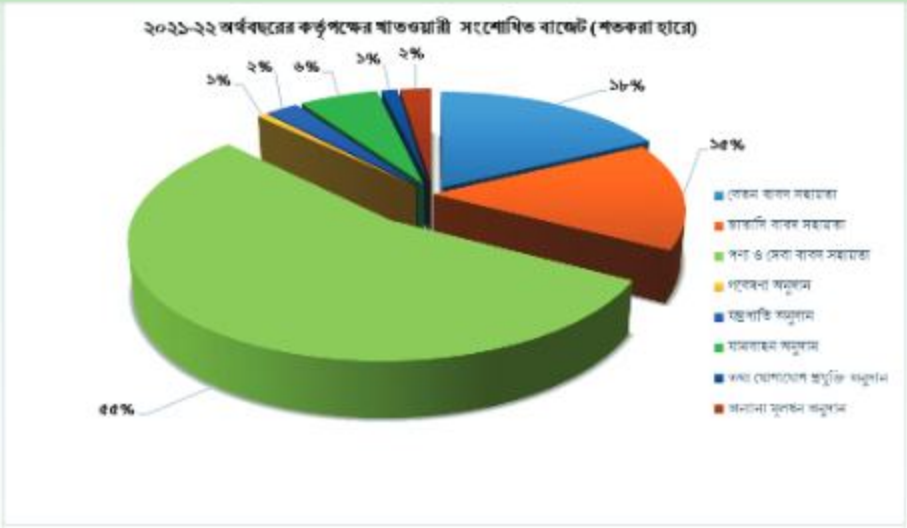

৫.২.২ খাতভিত্তিক বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ব্যয় নির্বাহ করতে সচেষ্ট। ২০২১-২২ অর্থবছরের খাতভিত্তিক ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

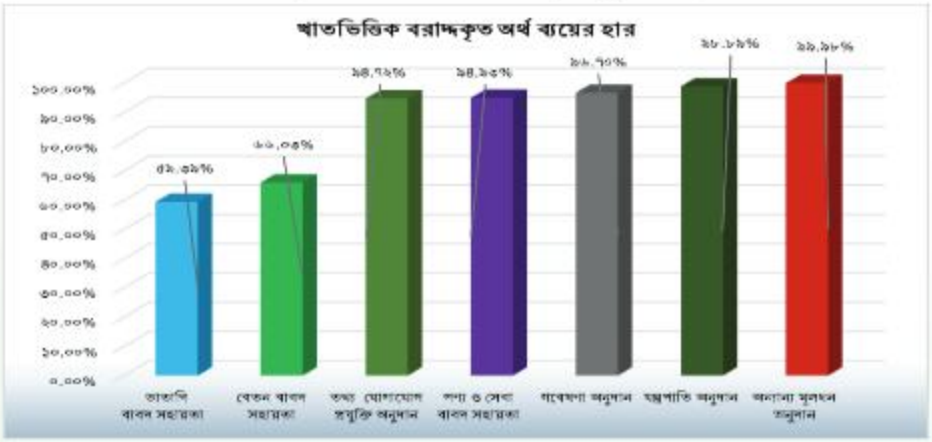

৫.৩ হিসাব ও নিরীক্ষা:

সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ এই কর্তৃপক্ষের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পক্ষান্তরে বহিঃ নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির/তদারকির কাজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৫.৩.১ কর্তৃপক্ষের অডিট আপত্তি/নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১) অর্থবছর:

ক্রমিক	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১.	১২	৮৩৪.৮৭	১২	০	০	১২	৮৩৪.৮৭

৬.০ কর্তৃপক্ষের বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন ও বিচারিক কার্যক্রম:

৬.১ আইন সংশোধন:

৩১ আগস্ট, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৪২-তম বোর্ডসভার আলোচ্য সূচি-৩ এর সিদ্ধান্ত অনুসারে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৭ (সাত) সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন সংশোধনের নিমিত্তে প্রস্তাবিত আইন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬.২ বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন:

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞজন এবং অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুযায়ী অদ্যাবদি ৩টি বিধিমালা ও ১১টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে।

৬.২.১ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি প্রণয়নকৃত বিধিমালা তালিকা:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	গেজেট প্রকাশের
১.	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা,	২৩ অক্টোবর ২০১৪	২৯ অক্টোবর ২০১৪
২.	নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা,	২৭ আগস্ট ২০১৭	০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৩.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯	১৪ জানুয়ারি ২০১৯	১৬ জানুয়ারি ২০১৯

৬.২.২ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি প্রণয়নকৃত প্রবিধানের তালিকা:

ক্রমিক	শিরোনাম	প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	গেজেট প্রকাশের তারিখ
১.	খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১৫ মার্চ ২০১৭
২.	নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর	০৭ জুন ২০১৭	১০ জুলাই ২০১৭
৩.	মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৯ এপ্রিল ২০১৭	০৯ মে ২০১৭
৪.	খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	১৫ মার্চ ২০১৭
৫.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি	২২ জুলাই ২০১৮	১১ আগস্ট ২০১৮
৬.	নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা,	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮	২৩ অক্টোবর ২০১৮
৭.	খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯	০৫ আগস্ট ২০১৯	৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৮.	নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা,	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০	২৭ ডিসেম্বর ২০২০
৯.	খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১	২৬ অক্টোবর ২০২১	২৯ নভেম্বর ২০২১
১০.	নিম্নমানের, ঝুঁকিপূর্ণ বা বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্য প্রত্যাহার	৩১ মার্চ ২০২১	১০ জানুয়ারি ২০২২
১১.	নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবাণু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ)	১০ আগস্ট ২০২১	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

৬.৩ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি:

মনিটরিং-কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্য-স্থাপনায় প্রাপ্ত অসংগতিসমূহ সংশোধনমূলক পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া অতিমুনাফা লাভের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্যে ভেজাল দেয়া বা অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করে ভোক্তাদের ঠকানোর কাজে সম্পৃক্ত আছে এমন ব্যবসায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে পদায়নকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিযুক্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন।

৬.৪ বিগত বছরসমূহের সাথে আলোচ্য বছরে সম্পাদিত মোবাইল কোর্টের তুলনামূলক চিত্র:

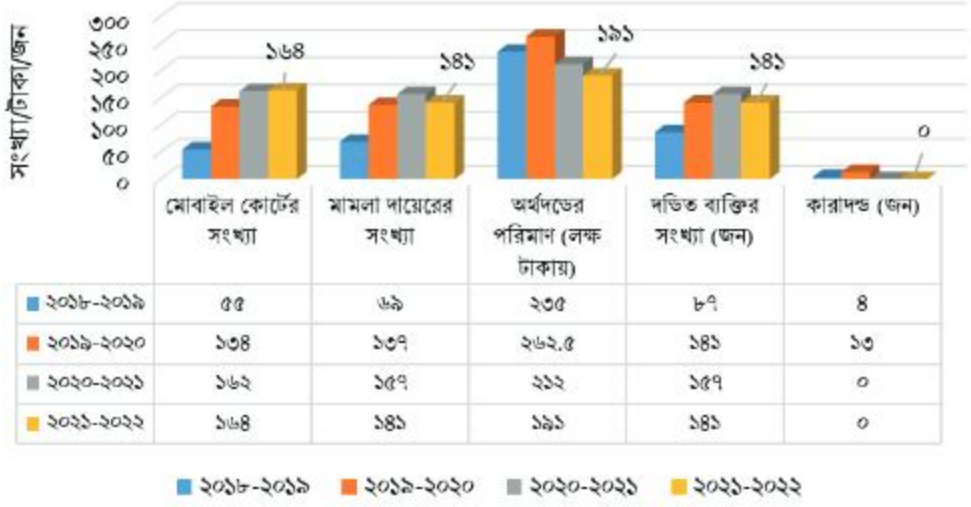

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট

৬.৫ বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বিবরণ:

অধিকতর অপরাধ পাওয়া গেলে দায়িত্বরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা কর্তৃপক্ষ বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নিয়মিত মামলা দায়ের করেন। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রতিপালন না করা এবং খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে নিরাপদ খাদ্য আইনে এ পর্যন্ত ৪০২টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নিম্নে চলমান নিয়মিত মামলার বিবরণ দেয়া হলো-

বিগত বছর সমূহে ক্রমপুঞ্জিত মামলার	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার	চলমান মোট মামলার সংখ্যা
৪০২	১৬৭	২৩৫

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার বিবরণ:

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট/কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আপীল করে থাকেন কিংবা জেলা ও দায়রা জজ বরাবর আপীল করেন। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক সময় মহামান্য হাইকোর্টেও মামলা/রীট দায়ের করা হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রিট মামলাসমূহ পরিচালনা করার জন্য ৬ জন আইনজীবীর ১টি বিশেষজ্ঞ প্যানেল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৬.৬ খাদ্যস্থাপনা ও বাজার পরিদর্শন রিপোর্ট:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২০০০ খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে বিএফএসএ কর্তৃক নিয়মিত খাদ্যস্থাপনা ও বাজার পরিদর্শন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএফএসএ এর নিজস্বটিম কর্তৃক ৭৫৬৪টি খাদ্যস্থাপনা (পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার, কাঁচা বাজার, রেস্টুরেন্ট, খাদ্য কারখানা) এবং বিএফএসএ- এর দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক ১১,২৭৮টি খাদ্যস্থাপনা(হোটেল, রেস্তোরাঁ, কাঁচা-বাজার, শিল্প,পাইকারি বাজার)সহ সর্বমোট ১৮,৮৪২টি খাদ্য-স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়।

৬.৬.১ বছর ভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল নিয়মিত বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন। বিভিন্ন বিচ্যুতির জন্য বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনায় আইনের প্রয়োগের চাইতে নিয়মিত পরিদর্শন ও সমস্যা সমাধানে পরামর্শ প্রদানকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এজন্য নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পরিদর্শনটিম বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন, পরামর্শ প্রদান এবং পরামর্শ প্রতিপালন বিষয়ে মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত রয়েছে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শকগণ এবং নিরাপদ খাদ্য অফিসারগণ কর্তৃক নিয়মিত খাদ্যস্থাপনা, হাট-বাজার ইত্যাদি পরিদর্শন করা হচ্ছে।

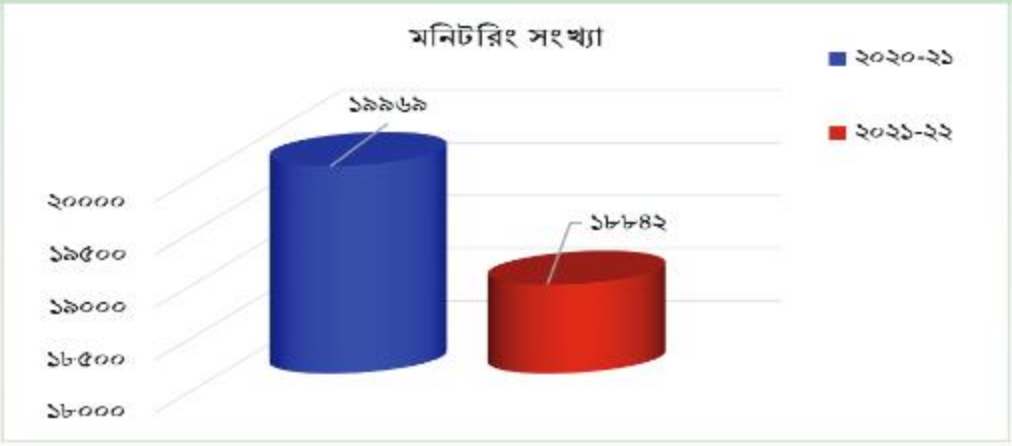

বছরভিত্তিক খাদ্যস্থাপনার মনিটরিং এর তুলনামূলক চিত্র

কর্তৃপক্ষের মনিটরিংটিম কর্তৃক মিঠাই কারখানা (মুলগাঁও, কালিগঞ্জ, গাজীপুর) পরিদর্শন এর ছবি

৬.৬.২ ক্যাটাগরিভিত্তিক পরিদর্শন:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যস্থাপনা যেমন পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার, কাঁচা বাজার, রেস্টুরেন্ট, খাদ্য কারখানাসহ নানা ধরনের খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যস্থাপনা মনিটরিং এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

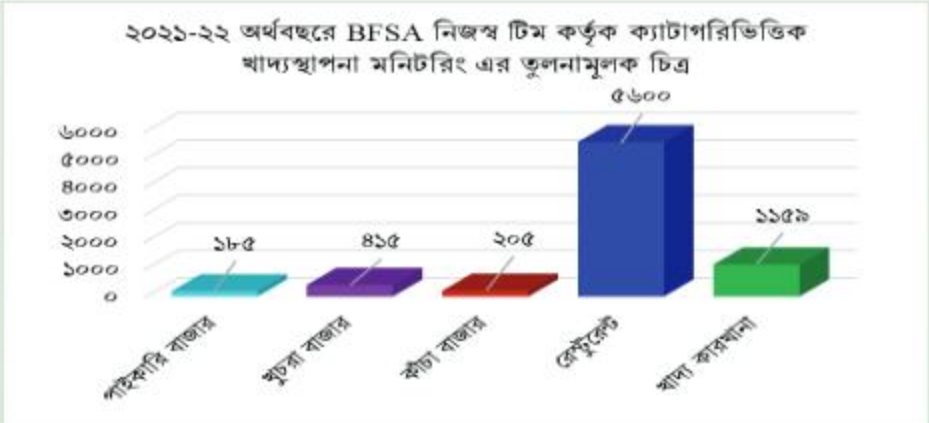

৭. গ্রেডিং ও রি-গ্রেডিং:

নগরায়ণ ও আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহন বাড়ছে। ফলে খাবারের জন্য হোটেল-রেস্তোরাঁর উপর নির্ভরশীলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে ক্যাটারিং শিল্পেরও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্য-স্থাপনায় (হোটেল-রেস্তোরাঁ, মিষ্টি-কারখানা) গ্রেডিং প্রদান ও নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের পূর্বে গ্রেডপ্রাপ্ত ৪০টি খাদ্য- স্থাপনাকে রি-গ্রেডিং এবং নতুন ৩৩টি খাদ্য-স্থাপনাসহ মোট ৭৩টি খাদ্য-স্থাপনাকে গ্রেডিং প্রদানপূর্বক বিভিন্ন গ্রেড (A^+, A, B ও C) প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের সকল জেলার খাদ্য-স্থাপনাসমূহকে গ্রেডিং এর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫০টি খাদ্যস্থাপনাকে গ্রেডিং ও ৭১টি খাদ্যস্থাপনাকে পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে রি গ্রেডিং প্রদান করেন। গ্রেডিং পদ্ধতি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে একটি গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং উক্ত গাইডলাইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

গ্রেড	নম্বর
A^+	90 or above
A	80 to 89
B	70 to 79
C	60 or below

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের গ্রেডিং স্টিকার প্রদান কর্মসূচি

৭.১ বিভিন্ন অর্থবছরে গ্রেডিংকৃত প্রাপ্ত হোটেল-রেস্তোরাঁর সংখ্যা:

অর্থবছর	A^+	A	B	C	সর্বমোট
২০২১-২০২২	১২	১৩	০৪	০৪	৩৩
২০২০-২০২১	১২	১২	০৬	-	৩০
২০১৯-২০২০	১	১৫	০৯	০৫	৩০
২০১৮-২০১৯	১৮	৩৯	-	-	৫৭
সর্বমোট	৪৩	৭৯	১৯	৯	**১৫০**

৭.২ বিভিন্ন অর্থবছরে রিগ্রেডিংকৃত প্রাপ্ত হোটেল-রেস্তোরাঁর সংখ্যা:

অর্থবছর	A+	A	B	C	সর্বমোট
২০২১-২০২২	৯	১৪	০৯	০৮	৪০
২০২০-২০২১	০৫	১৩	০৬	-	২৪
সর্বমোট	১৪	২৭	১৫	৮	**৬৪**

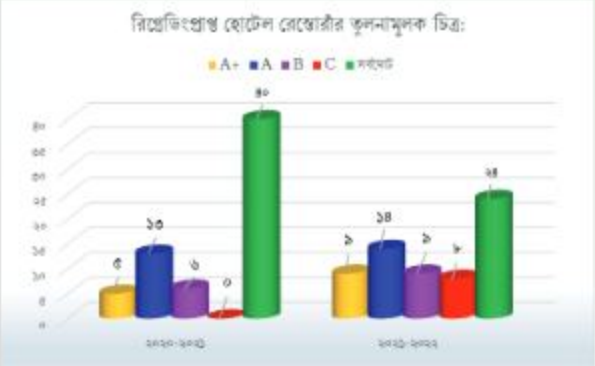

৭.৩ অন্যান্য তথ্যাদি:

বাংলাদেশ ফল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মৌসুমি ফল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ১০ম। সঠিক সময়ে পরিপক্ক ফল বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে ফল পাকানোর জন্য সহজ ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।এই উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি একটি গ্রহনযোগ্য পদ্ধতির সুপারিশের নিমিত্তে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যসহ কর্মক্ষম জাতি গড়ে তুলতে আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আমিষের সিংহভাগ যোগান আসে মাংস থেকে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে এবং মাননীয় হাইকোর্টের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ হিমায়িত মাংস খোলাবাজার/দোকানে বিক্রি/বাজারজাত করার ক্ষেত্রে নিয়মিত তদারকি/মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া আমদানিকৃত হিমায়িত মাংস ও মাংসের নিরাপদতা রক্ষায় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে একটি গাইডলাইন প্রণয়নের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রধান কার্যালয় হতে ৪ (চার)টি এবং জেলা কার্যালয় হতে ২ (দুই)টি সহ সর্বমোট ৬ (ছয়)টি কোল্ডস্টোরেজ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।

৭.৪ আমদানিকৃত হিমায়িত মহিষের মাংস সংরক্ষিত স্থান (কোল্ড স্টোরেজ) পরিদর্শন (২০২১-২২) অর্থবছর:

ক্রমিক	কোল্ড স্টোরেজ এর নাম	পরিদর্শনের তারিখ
০১.	ওকেএম ফুড প্রোডাক্টস কোং	২৯-০৭-২০২১
০২.	A.L. Enterprise	২৯-০৭-২০২১
০৩.	শিকাজু ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	২৩-১১-২০২১
০৪.	তেজগাঁও বিশেষ তাপ নিয়ন্ত্রণ হিমাগার	২৩-১১-২০২১
০৫.	মডার্ন কোল্ড স্টোরেজ	৩০-০৯-২০২১
০৬.	হাজী নজির আহমেদ কোল্ড স্টোরেজ	১৪-১২-২০২১

কর্তৃপক্ষের মনিটরিংটিম কর্তৃক কোল্ড স্টোরেজ পরিদর্শন

৭.৫ কল সেন্টার "৩৩৩" এর মাধ্যমে আগত অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত:

খাদ্যের ভেজাল বা অনিরাপদ ঝুঁকি কমাতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনগণের অভিযোগ ও মতামত গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের ৩৩৩ হটলাইন সেবার মাধ্যমে ভোক্তাসাধারণ অনিরাপদ খাদ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, বিপণন ও বিক্রয় বিষয়ে সরাসরি নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১টি অভিযোগ সরকারের ৩৩৩ হটলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের ৩৩৩ হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান:

২০২১-২২ অর্থবছর	আগত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন অভিযোগের সংখ্যা
মোট	২১টি	২০টি	০১টি

৮. ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করে। এতে উদ্ভাবনী ধারণা হিসাবে ''নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ই-লার্নিং'' সেবা গৃহীত হয়। সেবা সহজিকরণের আইডিয়া হিসাবে বিএফএসএ-এর কর্মকর্তাদের ডাটাবেজ তৈরির জন্য ''HRM সফটওয়্যার'' ক্রয়ের পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং সেবা ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসাবে ''প্রধান কার্যালয়ের কম্পিউটার সমূহে ইন্ট্রা-নেটওয়ার্ক সংযুক্তকরণের মাধ্যমে শেয়ার ড্রাইভ তৈরির'' কার্যক্রম নেয়া হয়।

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ই-লার্নিং উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য বিএফএসএ-এর উদ্যোগে একটি এনিমেশন ভিডিও ও কয়েকটি ই-লার্নিং কন্টেন্ট তৈরি করা হয়। সেবাটি জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণের লক্ষ্যে ই-লার্নিং কন্টেন্ট ও এনিমেশনসমূহ মুক্তপাঠে আপলোড করা হয়। এছাড়াও জাতীয় তথ্য বাতায়নে একটি 'ই-লার্নিং' উইন্ডো তৈরি করে তথ্যসমূহ আপলোড করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার যথাযত বাস্তবায়ন ও কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী সক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার মধ্যে উদ্ভাবন সংক্রান্ত ০৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ০২টি অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন অন্যতম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণের লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়, বিএফএসএ ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের লেমন গার্ডেন রিসোর্ট দুইদিন ব্যাপী ইনোভেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে বেশকিছু উদ্ভাবনী আইডিয়া পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ''অ্যাপভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং সিস্টেম (নাগালে/মুঠোয়) আইডিয়াটি বিচারকদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী আইডিয়া হিসাবে পুরস্কৃত হয়। বিদেশে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী আইডিয়া পরিদর্শনের নিমিত্ত বিএফএসএ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৭ জন কর্মকর্তাকে শ্রীলঙ্কায় নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ করা হয়।

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অনুষ্ঠিত ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ কর্মশালা

৮.১ হোটেল/রেস্তোরাঁয় অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা (নজর) সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন:

'নজর' হলো একধরনের অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা যাতে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ক্যামেরা ও সেন্সর স্থাপনের মাধ্যমে হোটেল/রেস্তোরাঁয় হাইজিন পরিস্থিতি অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। নজর-এর আওতাধীন রেস্তোরাঁকে বিএফএসএ মনিটরিংটিম কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। যা সার্ভারের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটারে যুক্ত থাকে। একজন নির্ধারিত মনিটরিং কর্মকর্তা কর্তৃক তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। মনিটরিংকালে কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হলে তার স্ন্যাপশট নেয়া হয়। পরবর্তীতে তাহা সংশ্লিষ্ট রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থাপককে অবহিতকরণের মাধ্যমে সংশোধনের ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি** কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ফার্স হোটেল ও নবাবীভোজ রেস্তোরাঁয় অনলাইন মনিটরিং (নজর)-এর পাইলটিং শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারাদেশে নজর সম্প্রসারণের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

নিচের ছকে উল্লিখিত হোটেল/রেস্তোরাঁয় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনলাইন মনিটরিং (নজর) সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	রেস্টুরেন্টের নাম	শাখা/ঠিকানা	স্থাপনের তারিখ
১.	পানসী রেস্টুরেন্ট	মৌলভীবাজার	২৫/১১/২০২১
২.	এসকেএস ইন রেস্টুরেন্ট	গাইবান্ধা	২৭/১১/২০২১
৩.	হান্ডি রেস্টুরেন্ট	চট্টগ্রাম	২৯/১২/২০২১
৪.	ব্রোস্ট ক্যাফে	কক্সবাজার	২২/৩/২০২২
৫.	পানসী রেস্টুরেন্ট	সিলেট	২৯/৩/২০২২
৬.	মাস্টার শেফ রেস্টুরেন্ট	রাজশাহী	২৬/৩/২০২২
৭.	চাইনিজ প্যালেস	খুলনা	২৭/৩/২০২২
৮.	সারিন্দা র	ময়মনসিংহ	২৭/৩/২০২২
৯.	হোটেল নুরজাহান	কুমিল্লা	২৭/৩/২০২২

৮.২ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ:

জনগণের সেবা প্রাপ্তি সহজিকরণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার তালিকা নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

	ক্র.	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সহজিকৃত সেবা	০১	এসএমএস এবং ওয়েব পেইজ নির্ভর দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু।	বাল্ক এসএমএস-এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন নোটিশ ও বিজ্ঞপ্তি জনগণকে অবহিতকরণ।	বর্তমানে কার্যক্রম আছে।	পাচ্ছে	http://bfsa.gov.bd/	১১টি বাল্ক এসএমএস দেয়া হয়েছে।

	ক্র.	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	০২	সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ করে ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠির নিকট বার্তা প্রেরণ ।	গণবিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার।	বর্তমানে কার্যক্রম আছে।	পাচ্ছে	https://www.facebook.com/bfsa.gov.bd https://tinyurl.com/mrxujjfn	ফেসবুকে ২৮,৩৭,২৪৫ জন এবং ইউটিউবে ২,৫৪,১৫২ জন দেখেছেন।
	০৩	ঢাকা শহরের মেগাশপসমূহে তাপমাত্রা ডাটালগার (TDL) ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ।	হিমায়িত খাবারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।	বর্তমানে কার্যক্রম আছে।	পাচ্ছে		০৮টি সুপারশপে স্থাপন করা হয়েছে।
	০৪	HRM Software এর ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ	HRM Software-এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।	কার্যক্রম বাস্তবায়িত	পাচ্ছে	http://bfsa.attendance.gov.bd/	কর্তৃপক্ষের ২১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর ডাটাবেজ করা হয়েছে।
ডিজিটাইজকৃত সেবা	০৫	খাদ্য ব্যবসায়ী ও খাদ্যকর্মীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ।	জুম ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	কার্যক্রম চলমান আছে।	পাচ্ছে		এ পর্যন্ত ৩,২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
	০৬	অনলাইন ও মোবাইল ফোনে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণ: কল সেন্টার ৩৩৩	অনলাইন, মোবাইল ফোন ও কল সেন্টার ৩৩৩-এর মাধ্যমে জনগণ হতে বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ	সরকারি তথ্য সেবা ৩৩৩ এর সাথে সমঝোতা অনুসারে অভিযোগ গ্রহণ	পাচ্ছে		২০২০ থেকে এ পর্যন্ত ৪৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে।
	০৭	প্রধান কার্যালয়ের কম্পিউটারসমূহে ইন্টার-নেটওয়ার্ক সংযুক্তকরণের মাধ্যমে শেয়ার ড্রাইভ স্থাপন।	কর্তৃপক্ষের ব্যবহৃত কম্পিউটারসমূহকে শেয়ার ড্রাইভে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত	পাচ্ছে		

	ক্র.	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
উদ্ভাবনী উদ্যোগ	০৮	প্রাণি খাদ্য মিট এন্ড বোন মিল (MBM)-এর বিকল্প হিসাবে ফিস মিল ও উদ্ভিজ আমিষের ব্যবহার	ফিস মিল ও উদ্ভিজ আমিষ ব্যবহৃত হচ্ছে।	২০১৮ সালে বাস্তবায়িত	পাচ্ছে		মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত
	০৯	ঢাকা শহরের গ্রেডপ্রাপ্ত হোটেল/রেস্তোরাঁয় অ্যাপসভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন (নজর)।	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা (সিসি ক্যামেরা) স্থাপনের মাধ্যমে হোটেল/রেস্তোরাঁ মনিটরিং করা হচ্ছে।	কার্যক্রম চলমান আছে।	পাচ্ছে	https://tinyurl.com/42tvspcy	বর্তমানে ১৪টি রেস্তোরাঁয় নজর স্থাপিত হয়েছে
	১০	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ই-লার্নিং	বিএফএসএ-এর ওয়েবসাইট, মুক্তপাঠ, ইউটিউব এবং খাদ্যকথন অ্যাপে ই-লার্নিং অ্যানিমেশনটি আপলোডের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	বাস্তবায়িত এবং নিয়মিত আপডেট করা হয়	পাচ্ছে	https://muktopaath.gov.bd/ http://bfsa.gov.bd/site/view/video-gallery/-	

৯. খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগারগুলোর নেটওয়ার্ক স্থাপন, ল্যাব ডাইরেক্টরি হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

৯.১ ল্যাব ডাইরেক্টরি প্রণয়ন:

পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন নিয়মিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। খাদ্যদ্রব্য সঠিকভাবে পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজন স্বীকৃত ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ল্যাবরেটরিগুলোর সক্ষমতা যাচাই করে মোট ৫০টি খাদ্য পরীক্ষাগারের তথ্য সম্বলিত (টেস্ট প্যারামিটার, পরীক্ষা পদ্ধতি, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, এক্রিডিটেশন স্ট্যাটাস, নিয়োজিত জনবল ইত্যাদি) একটি ল্যাব ডাইরেক্টরি প্রণয়ণ করা হয়েছে।

৯.২ খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য মানসম্মত ল্যাবরেটরিকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান:

খাদ্যে নিরাপদতা নিরূপণ/পরীক্ষার জন্য নিম্নোক্ত ১০টি ল্যাবরেটরি ও ১২৩টি টেস্ট প্যারামিটারকে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান ও ডেজিগনেটেড করা হয়েছে। ডেজিগনেটেড ল্যাবের সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রমিক	ল্যাবরেটরির নাম	ঠিকানা
১.	পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি	ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ঢাকা।
২.	আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার	চট্রগ্রাম সিটি করপোরেশন, চট্রগ্রাম ।
৩.	পেস্টিসাইড এনালাইটিক্যাল ল্যাবরেটরী	কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৪.	ফিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি	এফআইকিউসি ল্যাব, মৎস্য অধিদপ্তর, সাভার, ঢাকা।
৫.	ফিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি	এফআইকিউসি ল্যাব, মৎস্য অধিদপ্তর, ২০৯ এম এন খান হিল,
৬.	ফিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি	এফআইকিউসি ল্যাব, মৎস্য অধিদপ্তর, ৩ জলিল সরণি, বয়রা, খুলনা।
৭.	এনালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি	বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন, এটমিক এনার্জি সেন্টার, ৪ কাজী নজরুল এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা।
৮.	ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড. কুদরত-ই-খোদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৯.	কেমিক্যাল টেস্টিং ইউং (ফুড ডিভিশন)	বিএসটিআই, ১১৬/এ, মান ভবন, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
১০.	জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।

৯.৩ খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ল্যাবরেটরি পরিদর্শন:

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষারগার পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণকালে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত পাঁচটি ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খাদ্য নমুনা পরীক্ষা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

- উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা ১৩৪১।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
- জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।
- আর্মড ফোর্স ফুডস অ্যান্ড ড্রাগস ল্যাবরেটরি, ঢাকা।

৯.৪ ওয়াফেন রিসার্চ ল্যাবরেটরি সাথে বিএফএসএ এর এমওইউ:

খাদ্যের ভেজাল নিরূপণ ও পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে ওয়াফেন রিসার্চ ল্যাবরেটরি, তেজগাঁও, ঢাকা এর সাথে বিএফএসএ এর এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং নিয়মিত খাদ্য নমুনার পরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০. খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও ফলাফল বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

১০.১ খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও বিভিন্ন পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ:

খাদ্যের মান ও নিরাপদতা পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সারা বছরব্যাপী সারাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের (চিনি, পাউরুটি, ব্রেড ইম্প্রোভার, কোমল পানীয়, শুঁটকি মাছ, মিষ্টিজাত দ্রব্য, জুস, জেলী, চকলেট, গুড়, কেকে ব্যবহৃত রঙ, আচার, সস, দুধ ইত্যাদি) ১২৮২টি নমুনা সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ডেজিগনেটেড ল্যাব ও অন্যান্য স্বীকৃত ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। নমুনা পরীক্ষান্তে ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১১৩০টি নমুনায় পরীক্ষিত প্যারামিটার অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে এবং ১৫২টি নমুনায় পরীক্ষিত প্যারামিটার অনুমোদিত মাত্রার উপরে রয়েছে। অনুমোদিত মাত্রার উপরে প্রাপ্ত নমুনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, জনসাধারণের জন্য গনবিজ্ঞপ্তি জারি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে ল্যাবরেটরিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য নমুনা পরীক্ষার ধারা অব্যাহত আছে।

১০.১.১ নমুনা পরীক্ষার তুলনামূলক বিবরণী (২০২১-২২) অর্থবছর:

অর্থবছর	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে নমুনার সংখ্যা	অনুমোদিত মাত্রার উপরে নমুনার সংখ্যা
২০২১-২২	১২৮২	১১৩০	১৫২

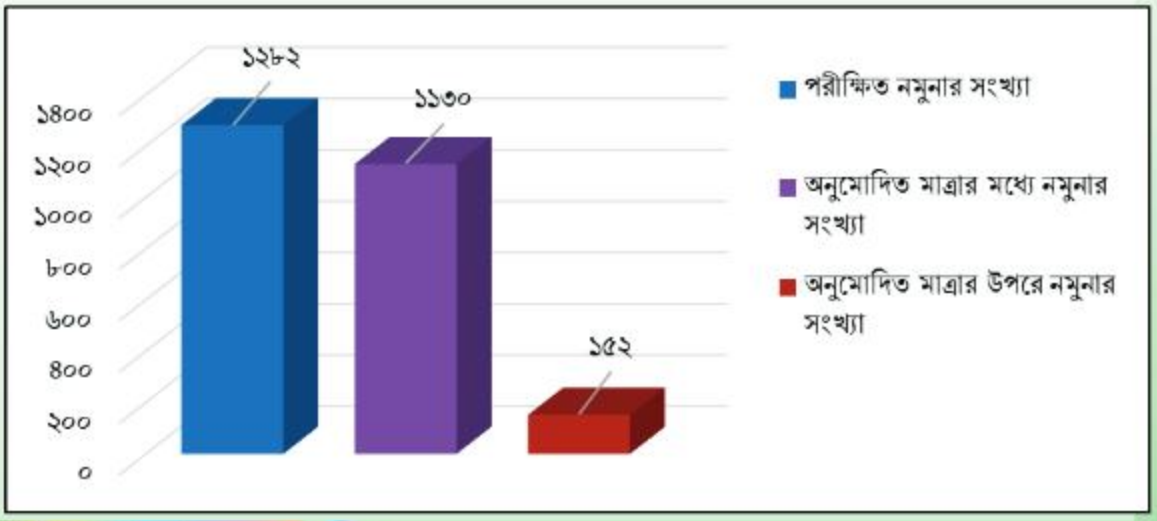

১০.১.২ কোমল পানীয়ে ক্যাফেইন এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় বিষয়ক গবেষণা:

২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কোমল পানীয়ের ১৪৬টি নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড **BDS 1123:2013 (Third Revision)** অনুযায়ী ১৪৬টি কোমল পানীয়ের নমুনার মধ্যে ৫৩ (৩৬.৩০%)টি নমুনায় ক্যাফেইন শনাক্ত হয়নি, ৬২ (৪২.৪৭%)টি নমুনায় ক্যাফেইন অনুমোদিত মাত্রার নীচে রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩১ (২১.২৩%)টি নমুনায় ক্যাফেইন এর মাত্রা অনুমোদিত মাত্রা ১৪৫ মি.গ্রা:/লি. এর উপরে পাওয়া যায়। কোমল পানীয়ে ক্যাফেইন পরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

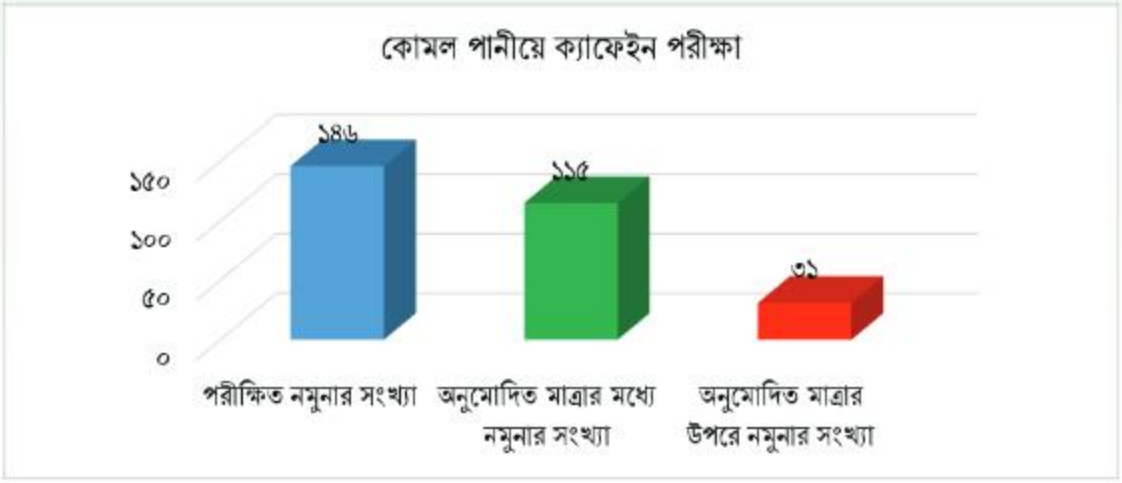

১০.১.৩ চিনির নমুনায় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় বিষয়ক গবেষণা:

২০২১ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল হতে ব্রান্ডেড ও খোলা চিনির ১৬টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক স্বীকৃত ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় তিনটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত ৫টি চিনির নমুনায় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। ১৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কর্তৃপক্ষের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক চিনির নমুনা পরীক্ষা করা হলে উক্ত নমুনায় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এর উপস্থিতি পাওয়া যায় নাই। এছাড়াও ২টি নমুনায় সোডিয়াম সাইক্লামেট পরীক্ষায় সোডিয়াম সাইক্লামেট এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

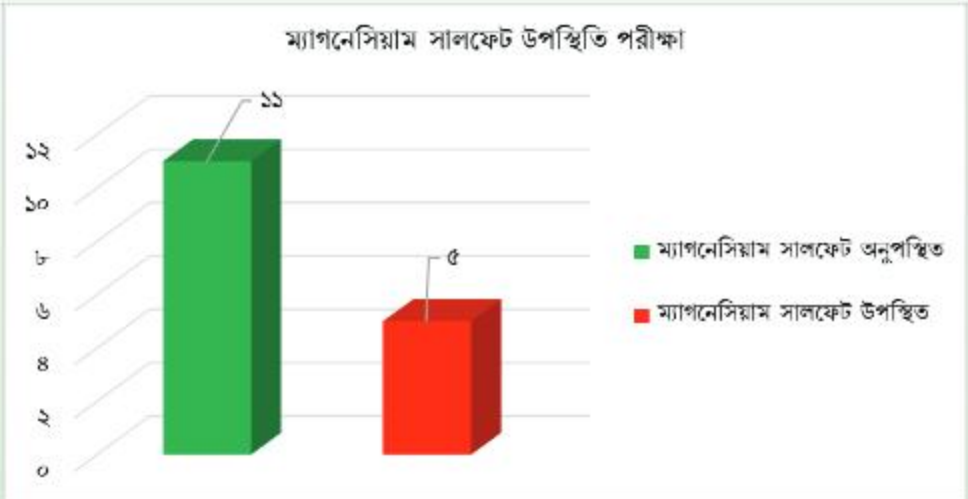

১০.১.৪ মিস্টি ও মিস্টিজাত দ্রব্যে সোডিয়াম সাইক্লামেট বা ঘনচিনির উপস্থিতি নির্ণয় বিষয়ক গবেষণা:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা হতে ১৫টি মিষ্টির নমুনা ও ৩০টি মিষ্টিজাত দ্রব্য (চকলেট, ললিপপ, জুস, আইসললি)-এর নমুনা এবং অন্যান্য ৬৩টি জেলা হতে ১৩৫টি মিষ্টিজাত দ্রব্যের (চকলেট, ললিপপ, জুস, আইসললি) নমুনাসহ সর্বমোট ১৮০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনাসমূহে সোডিয়াম সাইক্লামেট বা ঘনচিনির উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করা হয়। নমুনা পরীক্ষান্তে ল্যাবরেটরি হতে প্রাপ্ত রিপোর্ট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উক্ত নমুনাসমূহে সোডিয়াম সাইক্লামেট বা ঘনচিনি এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

১০.১.৫ আচার ও সসের নমুনায় বেনজয়িক এসিডের পরিমাণ নির্ণয় বিষয়ক গবেষণা:

২০২১-২২ অর্থবছরে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা হতে সংগৃহীত আচার ও সস এর ৬২টি নমুনায় বেনজয়িক এসিডের পরিমাণ সরকার স্বীকৃত পরিক্ষাগারে নির্ণয় করা হয়। উক্ত ৬২টি নমুনার মধ্যে ১৪টিতে বেনজয়িক এসিডের পরিমাণ অনুমোদিত মাত্রার অধিক পাওয়া যায়। যে সকল প্রতিষ্ঠানের আচার ও সসের নমুনায় অনুমোদিত মাত্রার অধিক বেনজয়িক এসিড পাওয়া গিয়েছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

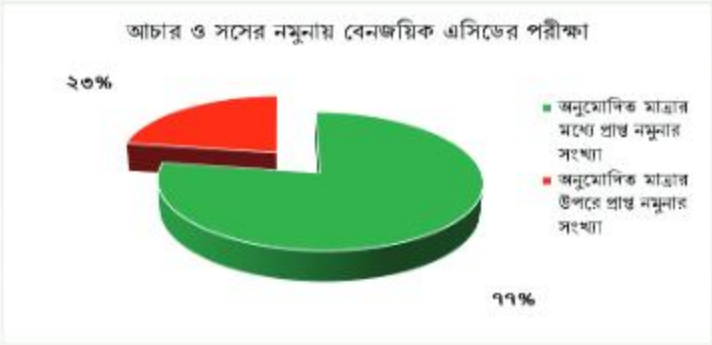

১০.১.৬ শুঁটকি মাছের নমুনা সংগ্রহ করে ডিডিটি ও হেপ্টাক্লোর পেস্টিসাইড রেসিডিও এর উপস্থিতি নির্ণয় বিষয়ক গবেষণা:

ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থান হতে ৬০টি বিভিন্ন প্রকারের শুঁটকি মাছের নমুনা সংগ্রহ করে ডিডিটি ও হেপ্টাক্লোর পেস্টিসাইড রেসিডিও পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় কোনো নমুনায় উল্লিখিত পেস্টিসাইড রেসিডিও এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় নাই। এছাড়াও কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট, সুনামগঞ্জ, ভোলা ও পটুয়াখালী হতে সংগৃহীত মোট ৬১টি নমুনায় ডিডিটি, হেপ্টাক্লোর, ডায়াজিনন, প্রোফেনোফস ও ক্লোরপাইরিফস এই পাঁচ ধরণের পেস্টিসাইড রেসিডিও বিশ্লেষণ করা হয়। পরীক্ষান্তে চট্টগ্রাম হতে সংগৃহীত একটি নমুনায় ক্লোরপাইরিফস ও পটুয়াখালী হতে সংগৃহীত একটি নমুনায় প্রোফেনোফস এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন জেলা হতে সংগৃহীত শুঁটকি মাছের নমুনায় ডিডিটি ও হেপ্টাক্লোর পেস্টিসাইড রেসিডিও পরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

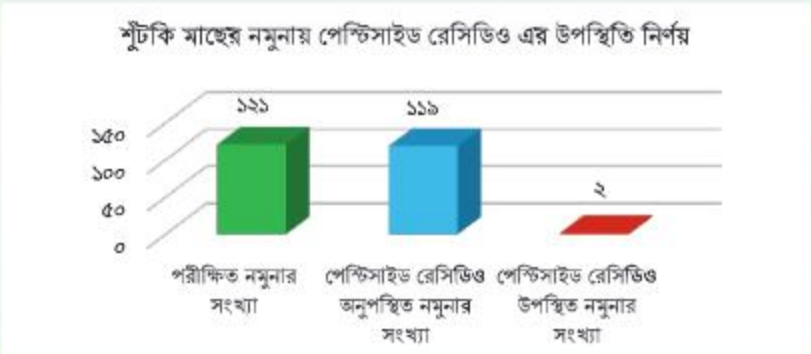

১০.১.৭ গুঁড়ের নমুনায় হাইড্রোজের উপস্থিতি নির্ণয় বিষয়ক গবেষণ:

দেশের বিভিন্ন জেলা হতে ৩১টি ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান হতে ১৬টি গুড়ের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনাসমূহ পরীক্ষান্তে ৪৭টি নমুনার মধ্যে ২০টি নমুনায় হাইড্রোজের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। জেলা পর্যায়ের নিরাপদ খাদ্য অফিসার কর্তৃক সংগৃহীত ৩১টি নমুনার মধ্যে ১২টি নমুনায় হাইড্রোজের উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং প্রধান কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত ১৬টি গুড়ের নমুনার মধ্যে ৮টি নমুনায় হাইড্রোজের উপস্থিতি পাওয়া যায় । এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার নিমিত্ত গনবিজ্ঞপ্তি জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

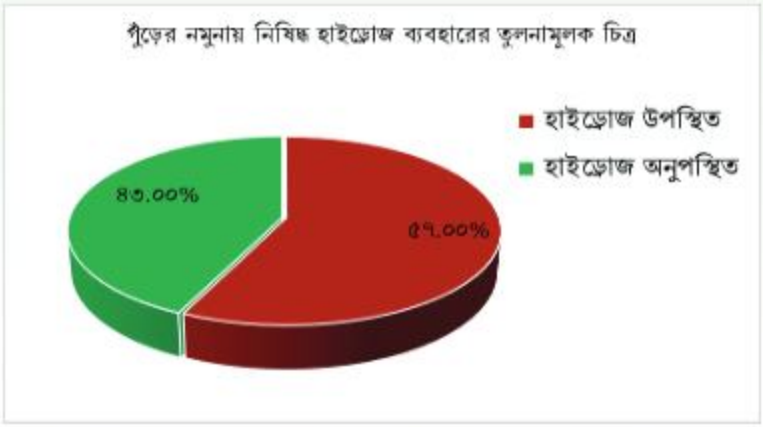

১০.১.৮ পাউরুটির নমুনায় পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি বিষয়ক গবেষণা:

২০২১-২২ অর্থবছরে সারাদেশ থেকে সর্বমোট ১৭৭টি পাউরুটির নমুনা সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা করা হয়। তন্মধ্যে ১৭১টি নমুনায় পটাশিয়াম ব্রোমেট ও ৬টি নমুনায় অনুজীবীয় দূষকের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। ১৭১টি নমুনার মধ্যে ৩৮টি পাউরুটির নমুনায় ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেটের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকা থেকে সংগৃহীত মোট ৯৮টি পাউরুটির নমুনার মধ্যে ১৫টি নমুনায় ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেটের উপস্থিতি পাওয়া যায়। দেশের ৬৪টি জেলা হতে সংগৃহীত মোট ৭৩টি পাউরুটির নমুনায় ২৩টি নমুনায় ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেটের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এছাড়াও পরীক্ষিত ০৬টি ব্রেড ইম্প্রুভারের নমুনায় পটাশিয়াম ব্রোমেট ($KBrO_3$) এর উপস্থিতি পাওয়া যায় নি। পাউরুটির নমুনায় ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতির বিষয়ে ইতোমধ্যে গনবিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংশোধনমুলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

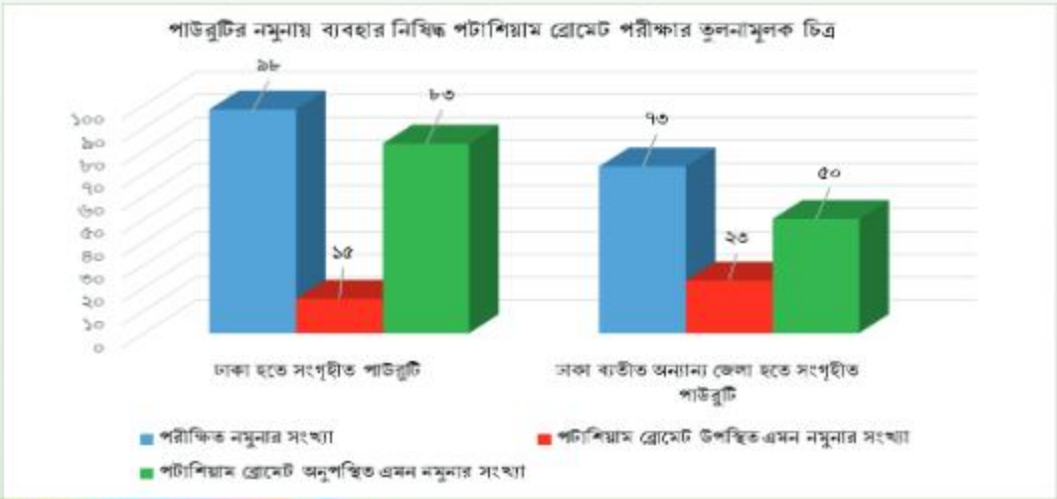

১০.১.৯ কেকে ব্যবহৃত রঙের নমুনায় মার্কারি, লেড এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় বিষয়ক গবেষণা:

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকা হতে কেকে ব্যবহৃত রঙের ২৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত ১৪টি নমুনায় মার্কারি ও ১০টি নমুনায় লেড এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় মার্কারির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে পরীক্ষিত ১০টি নমুনার মধ্যে ৬টি নমুনায় লেডের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এছাড়াও কেকে ব্যবহৃত রঙের ১৪টি নমুনায় ফুড গ্রেড কালার আছে কি-না তা পরীক্ষা করা হয়। উক্ত ১৪টি নমুনার মধ্যে ৩টি নমুনায় পরীক্ষিত স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে ফুড গ্রেড কালার পাওয়া যায় নাই। উক্ত নমুনাসমূহ গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়েছিল বিধায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। তবে পরবর্তীতে সরাসরি কেকের নমুনা যথাযথ বিধি মোতাবেক সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১০.১.১০ দুধের নমুনায় টোটাল প্লেট কাউন্ট, টোটাল কলিফর্ম, আফলাটক্সিন এম১ ও লেড এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় বিষয়ক গবেষণা:

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৮ ধরণের মোট ৩২টি দুধের নমুনা সংগ্রহ করে ৪টি প্যারামিটার (টোটাল প্লেট কাউন্ট, টোটাল কলিফর্ম, আফলাটক্সিন এম১ ও লেড) পরীক্ষা করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত ৩২টি নমুনায় কোনটিতেই অনুমোদিত সীমার উপরে প্যারামিটারসমূহের উপস্থিতি পাওয়া যায় নাই। পাস্তুরিত তরল দুধের নমুনায় টোটাল প্লেট কাউন্ট, টোটাল কলিফর্ম, আফলাটক্সিন এম১ ও লেড পরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে

১০.১.১১ বিস্কিটের নমুনায় ভিটামিন ও সুগার এর মাত্রা নির্ণয় বিষয়ক গবেষণা:

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১টি বিস্কিটের নমুনা সংগ্রহ করে ভিটামিন ও সুগার এর মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। উক্ত নমুনা পরীক্ষান্তে নির্ধারিত প্যারামিটারসমূহ অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে ছিল।

১১. মোবাইল ল্যাবরেটরি পরিচালনার তথ্য (২০২১-২২) অর্থবছর:

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ও USAID- এর সহায়তায় প্রাপ্ত মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনা ও হাট-বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনিত খাদ্যদ্রব্যের নিরাপদতার Screening Test করা হয়।

১১.১ মোবাইল ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল (২০২১-২২) অর্থবছর:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বছরব্যাপী নিজস্ব মোবাইল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের হোটেল-রেস্তোরাঁ, খাদ্য কারখানা, সুপারসপ ইত্যাদি স্থানে মাছ, সবজি ও দুধের নমুনা নিয়ে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোবাইল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে ১৫২টি মাছের নমুনায় ফরমালিন, ১৫৬টি সবজির নমুনায় কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ (সাইপারমেথ্রিন, কার্বোফিউরান) এবং ৩০টি দুধের নমুনার টোটাল আফলাটক্সিন পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় সবকয়টি মাছের নমুনায় ফরমালিনের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় নাই। পরীক্ষায় সবকয়টি সবজির নমুনায় কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সহনীয় মাত্রার মধ্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষায় সবকয়টি দুধের নমুনায় টোটাল আফলাটক্সিন উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

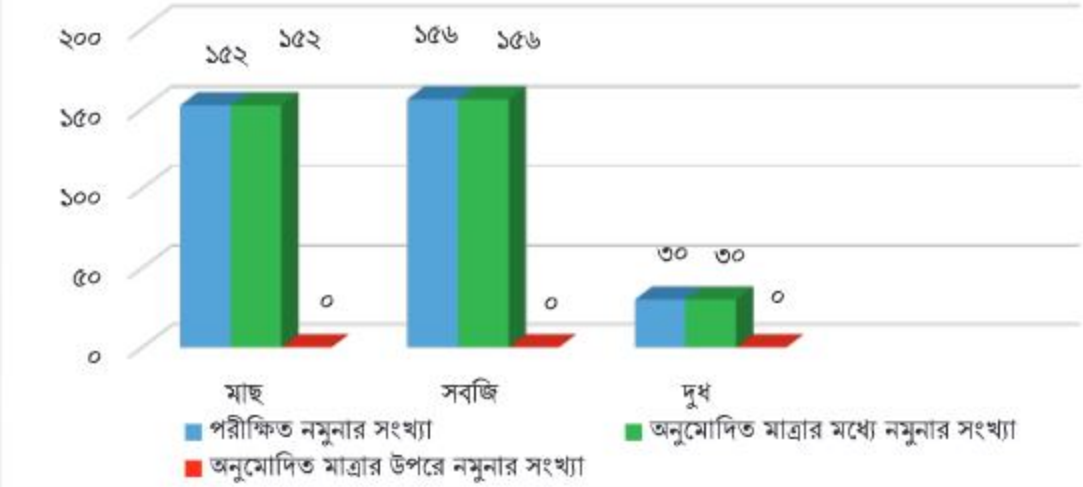

মোবাইল ল্যাব এ নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম

১১.২ মোবাইল ল্যাবরেটরি দ্বারা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিদর্শনকৃত স্থান:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মোবাইল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার মিরপুর, পল্লবী, রাজারবাগ, বাসাবো, লালবাগ আজিমপুর ধানমন্ডি, কলাবাগান সদরঘাট, লক্ষ্মীবাজার, বাড্ডা রামপুরা, মালিবাগ শেওড়াপাড়া, কাফরুল, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট মতিঝিল, আরামবাগ মহাখালী, নাখালপাড়া এলিফ্যান্ট রোড, নীলক্ষেত, নিউমার্কেট বংশাল, মালিটোলা শ্যামলী, কল্যানপুর মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া শেওড়াপাড়া, কাফরুল, উত্তরা, এয়ারপোর্ট, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, সদরঘাট, যাত্রাবাড়ী, বেইলী রোড, মগবাজার, রায়েরবাগ, মাতুয়াইল, গেন্ডারিয়া, ওয়ারি, খিলগাঁওসহ অন্যান্য এলাকায় মনিটরিং এবং জনসচেতনতামূলক লিফলেট, পোস্টার এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ৬০৮টি পোস্টার, ৮৮০টি লিফলেট, ৫৬৭টি বুকলেট বিতরণ করা হয় এবং ১৯০ ঘণ্টাটিভিসি প্রচার করা হয়।

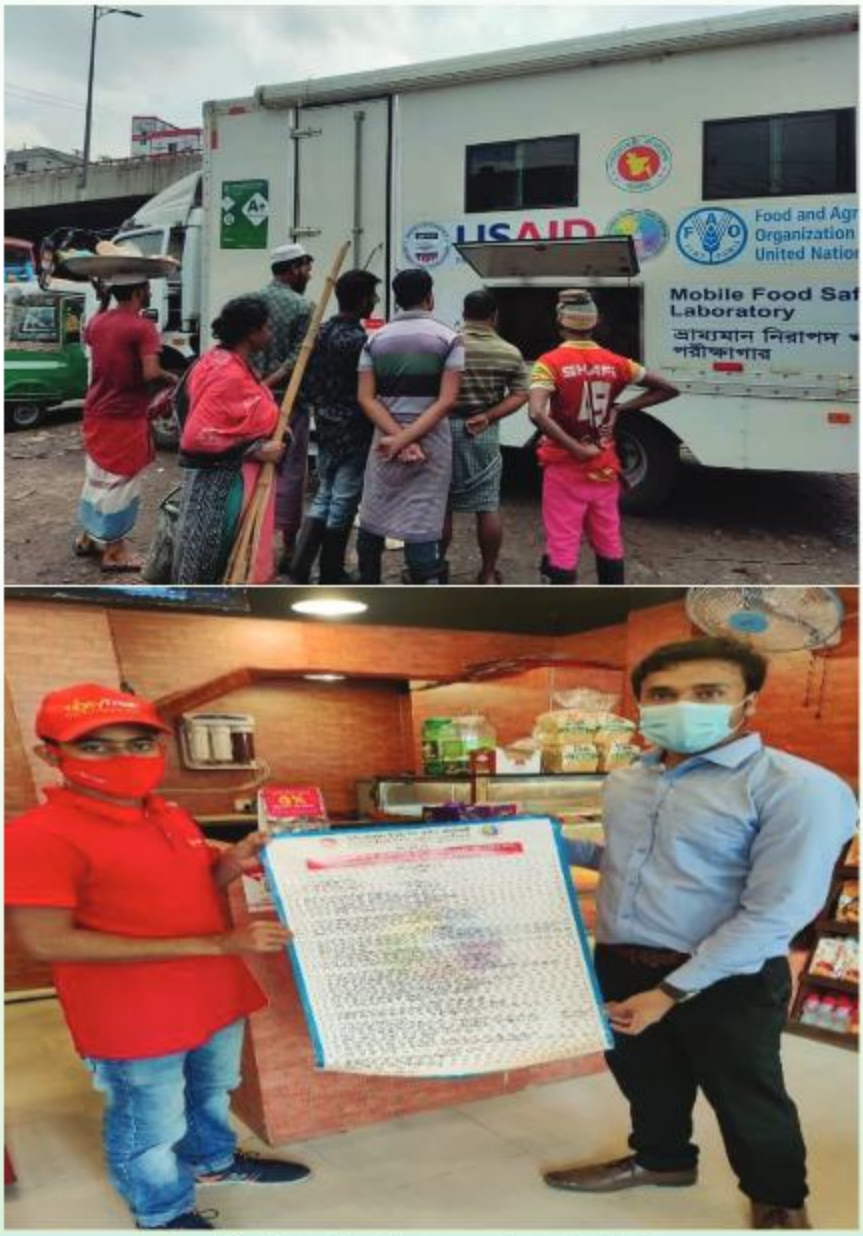

পরিদর্শনকৃত স্থানে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

১২.০ খাদ্য সংজ্ঞায়ন, খাদ্যের মান প্রমিতকরণ/ উন্নীতকরণ ও পুষ্টিমান সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম সাধনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান:

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদন্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ। সে অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যের মান প্রমিতকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

SL	Subject	Information/Standards in BSTI Draft.	Opinion of BFSA
01	BDS-1897 Fortified Rice	Moisture content, percent by mass, Max. **14.0** (for both parboiled and Atop rice) **Degree of milling** Parboiled rice: **Well milled rice** Atop Rice : **Reasonably milled rice**	Moisture content, percent by mass, Max. **11.0** (for both parboiled and Atop rice) **Degree of milling** Parboiled rice: **8% Max.** Atop Rice: **8% Max.**
02	Honey	Moisture, percent by mass, Max shall be **25%**	Moisture, percent by mass, Max shall be **20%**
03	Carbonated Beverages	Salmonella and *Staphylococcus aureus shall be **absent.***	Salmonella and *Staphylococcus aureus shall be **tested.***
04	Quick Frozen Blocks of Fish Fillet, Minced Fish Flesh and Fixtures of Fillets and Minces Fish	**SAMPLING, EXAMINATION AND ANALYSES:** Sensory and Physical Examination	**SAMPLING, EXAMINATION AND ANALYSES:** Sensory, Physical and **Chemical** Examination
05	Quick Frozen Fish Sticks Fish portions and Fillets Breaded or in Batter.	**SAMPLING, EXAMINATION AND ANALYSES:** Sensory and Physical Examination	**SAMPLING, EXAMINATION AND ANALYSES:** Sensory, Physical and **Chemical** Examination

SL	Subject	Information/Standards in BSTI Draft.		Opinion of BFSA
06	BDS 373 Arrowroot Starch. (Corn Starch)	*E.coli* in 25g	Absent	Microbial Standard should be included.
		Salmonella in 25g	Absent	
		Yeasts and moulds, cfu/g, Max	10^3	
	BDS 154 Edible maize starch (Corn Starch)	Starch (on dry basis), percent by mass, Min:	98%	99%
		E.coli in 25g	Absent	Units of measurement must be included.
		Salmonella in 25g	Absent	
		Fumonisins, ppm	Not given	1.0
		Ochratoxin A, ppb	Not given	5

উল্লেখ্য যে, BDS-1897 Fortified Rice, Honey, Carbonated Beverages, Quick Frozen Blocks of Fish Fillet, Minced Fish Flesh and Fixtures of Fillets and Minces Fish, Quick Frozen Fish Sticks Fish portions and Fillets Breaded or in Batter, BDS 373 Arrowroot Starch (Corn Starch), 2BDS 154 Edible maize starch (Corn Starch) এর ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা,দ ২০১৮ মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭ খাদ্য সংযোজন দ্রব্য প্রবিধানমালা ২০১৭ অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

১২.১ আন্তর্জাতিক খাদ্য ও দেশীয় খাদ্যের গুণগত মানের মধ্যে সমতা আনয়নের কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "Harmonization of Bangladesh's Food Safety Standards with Codex standards and other international best practices' বাস্তবায়নকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ২৬টি বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ চলমান রয়েছে। জনজ্ঞাতার্থে কমিটিসমূহের নাম উল্লেখ করা হলঃ

কমিটির ধরন	বিভিন্ন বিষয়ের উপর গঠিত কমিটির নাম
	01. Methods of Analysis and Sampling
	02. Contaminants
	03. Food Additives-1

কমিটির ধরন	বিভিন্ন বিষয়ের উপর গঠিত কমিটির নাম
HORIZONTAL STANDARDS	04. Food Additives-2
	05. Microbiology-1 (Dairy)
	06. Microbiology-2 (Fish, Meat and Poultry)
	07. Nutrition
	08. Pesticide
	09. Nutraceuticals
HORIZONTAL STANDARDS	10. Veterinary Drug Residues
	11. Packaging, Labelling and Claims
	12. Animal Feeds
	13. Traceability and Product Recall
VERTICAL STANDARDS	01. Cereals, pulses and their products (including bakery
	02. Oilseeds, Fats and Their products (including fat
	03. Milk and Milk Products and Their Analogues
	04. Fish and Fishery products (including Molluscs, Crustaceans etc.
	05. Meat and Poultry (including eggs and their products)
	06. Salts, Spices and Condiments, Soups, Sauces, Salads and Protein Products
	07. Tea and Coffee
	08. Sugar / Sugar Products (including confecting and Sweets), Sweeteners, Honey
	09. Fruits and Vegetables, Roots, tubers, Sea- Weeds, Dry
	10. Process Fruits and Vegetables
	11. Soft Drinks and Beverages (Excluding dairy and juices)
	12. Ready to Eat food products
	13. Foodstuff for nutrition and Special Dietary Purposes

১৯৬৩ সালে গঠিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত Codex Alimentarious Commission এর ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে নির্ধারণের নিমিত্ত যাচিত যৌক্তিকতা খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্টকরণ ও খাদ্য সামগ্রীর মান নির্ধারণ (Standardization) এর ক্ষেত্রে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা (ইংরেজি ও বাংলায়) প্রেরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১২.২ এস ও পি (SOP)/গাইডলাইন প্রণয়ন সংশোধন ও হালনাগাদ বিষয়ক কার্যক্রম:

- নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, এর ১৩(৪) (ক) অনুযায়ী নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, ও বিপণনে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে গাইডলাইন/নির্দেশনা মোতাবেক ফলমূল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে GMP/GHP অনুশীলন এর নিমিত্ত গাইডলাইন বিষয়ক কমিটি গঠিত হয়েছে এবং পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ট্রেসাবিলিটি বিষয়ক প্রবিধানমালা/গাইডলাইন প্রণয়ন এর নিমিত্ত কমিটি গঠিত হয় এবং খসড়া তৈরি সহ পরবর্তী কার্যক্রম চলমান।

১২.৩ স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান:

- খাদ্যদ্রব্য এবং স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারির বিদ্যমান স্ট্যান্ডার্ডকে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কর্তৃপক্ষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সাথে যৌথভাবে কাজ করা হচ্ছে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল (WTO cell) এর বিভিন্ন কমিটিসহ National Trade Faclitation Committee (NTFC) standard working group এ নিরাপদ খাদ্য আমদানি-রপ্তানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

১২.৪ খাদ্যসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, এর ধারা ১৩(২) (ক) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে নিরাপদতার নিরিখে, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রধান উৎস হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞায়ন এবং উহাদের গুণগত মান সুনির্দিষ্টকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং উহাদের কার্যাবলি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ। বিগত বছরে বেশকিছু খাদ্যসমূহের মান সুনির্দিষ্টকরণের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হোল গ্রেইন চাল এবং পলিশড চাল এর পুষ্টিমান।

চালের পুষ্টিমান গবেষণা বিষয়ক কমিটি কর্তৃক পলিশড এবং হোল গ্রেইন চালে ভিটামিন বি, মিনারেলস, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট এর % (শতকরা) তুলনামূলক গবেষণা করা হয়। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে চালের সর্বোচ্চ পলিশিং ৮% রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গবেষণার ফলাফল বিনিময় এবং প্রতিপালনের জন্য এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সেমিনার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় পুষ্টিমানের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করেন দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) যার বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ। "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩" এর ধারা ১৩ (৩) (ক) অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তপক্ষ "দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)" এর অন্যতম সহযোগী বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে প্রতি অর্থ বছরে বার্ষিক পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনকারী স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার যথাযথ প্রয়োগ ও প্রতিপালন এবং পরিবীক্ষণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের Safe Food Plan বাস্তবায়নকল্পে ১০৪টি খাদ্য শিল্প পরিদর্শন করা হয়।

১৩. "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম:

খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতাবোধ ও আগ্রহ সৃষ্টিসহ প্রচার প্রচারণার নিমিত্ত অনলাইন প্লাটফর্ম তথা কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে প্রতি সপ্তাহে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

১৩.১ জনসচেতনতামূলক সেমিনার/কর্মশালা:

কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বছরব্যাপী জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনার/কর্মশালায় অংশীজনদের নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশব্যাপি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার প্রয়োগ শীর্ষক ৫৪টি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে ৩৩৯০ জন অংশীজনকে এবং ৫ (পাঁচ)টি কর্মশালার মাধ্যমে ৪৫১ (চারশত একান্ন) জন অংশীজনকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে অবহিতকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা পর্যায়ে অংশীজনদের অংশগ্রহণে ১৫৪টি সভা, জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সার্বিক তত্বাবধানে ১২৮টি জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা (জেনিখাব্য) কমিটির সভা এবং নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের তত্বাবধানে গৃহিণীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ১৪০টি উঠান বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত কর্মশালা ও সেমিনার

২০২১-২২ অর্থবছরের জনসচেতনতামূলক কয়েকটি কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র:

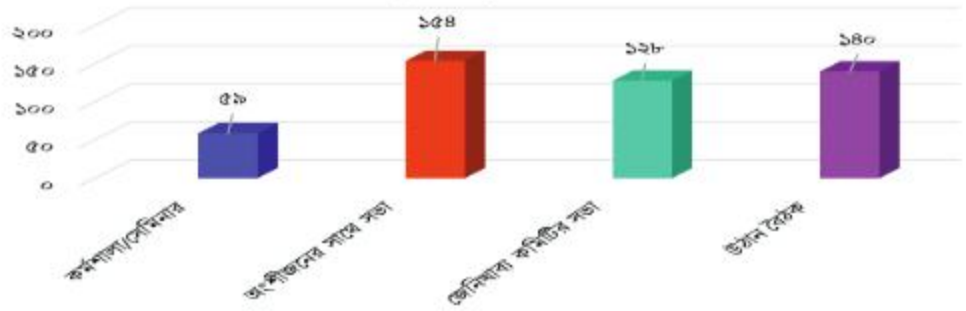

১৩.২ বিভিন্ন খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। সে প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বছরব্যাপি সংশ্লিষ্ট খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাদ্যকর্মীগণ খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশব্যাপি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ের নিরাপদ খাদ্য অফিসারের সার্বিক তত্বাবধানে ৮০৮০ জন খাদ্যকর্মী এবং কর্মকর্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ১৫৩০ জন খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩.৩ বছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে দেশব্যাপি ৯৬১০ জন খাদ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

১৩.৪ খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের (২০২১-২২) অর্থবছরের বিবরণ:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিবরণ	অনুষ্ঠিত জেলার নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	প্রথম পর্যায়ে খাদ্য কর্মীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নরসিংদী, গাজীপুর, বগুড়া, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, যশোর, বান্দরবন, দিনাজপুর ও ফরিদপুর	৮০০ জন
২.	২য় পর্যায়ে খাদ্য কর্মীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নড়াইল, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, নেত্রকোণা, জামালপুর ও শেরপুর।	১৭৬০ জন
৩.	ঢাকার মেট্রোপলিটন এলাকায় খাদ্য ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর প্রশিক্ষণ কক্ষ	৬০ জন
৪.	রাজশাহী ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	রাজশাহী ও সিলেট	১০০ জন
৫.	ফুডপান্ডার (Foodpanda) সাথে অনলাইন খাদ্য-ব্যবসায় জড়িত খাদ্য ব্যবসায়ী ও খাদ্য সরবরাহকারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	বিএফএসএ-এর প্রশিক্ষণ কক্ষ	৪০ জন
৬.	৩য় ধাপে দেশব্যাপি খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সকল জেলা	২,৫৬০ জন
৭.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ কর্মরত খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	রাজশাহী ও সিলেট	১০০ জন
৮.	৪র্থ ধাপে দেশব্যাপি খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সকল জেলা	২,৫৬০ জন
৯.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	যশোর	৫০ জন
১০.	রাজশাহীর পবা উপজেলার পান চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	রাজশাহী	৫০ জন
		মোট	৮,০৮০জন

১৩.৫টিভিসি নির্মাণ ও প্রচার:

কর্তৃপক্ষ প্রতিথযশা নির্মাতা ও নাট্যাভিনেতাদের অংশগ্রহণে বছরব্যাপী দেশের সকল জেলায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিকটিভিসি নির্মাণ এবং তা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করে আসছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরির একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছেটিভিসি।

১৩.৫.১টিভিসি নির্মাণ সংক্রান্ত (২০২১-২২) অর্থবছরের বিবরণ:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২০২১-২২ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে খাদ্য স্পর্শক বিষয়ক এক মিনিটের একটিটিভিসি নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

ক্রমিক	টিভিসির বিষয়	ব্যাপ্তিকাল	উল্লেখযোগ্য অভিনেতা
১.	খাদ্য স্পর্শক	১.০০	মোশারফ করিম

১৩.৫.২ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত উল্লেখযোগ্যটিভিসির তালিকা:

ক্রমিক	ভিডিও ডকুমেন্টারি/টিভিসির নাম	ব্যাপ্তি	উল্লেখ্যযোগ চরিত্র
১.	শাকসবজি ও ফলমূলে ফরমালিন বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণা	০২ মিনিট	ঝুনা চৌধুরী, জিয়াউল হাসান কিসলু
২.	ট্রান্সফ্যাটযুক্ত খাবার গ্রহণ ও হৃদরোগের ঝুঁকি	০১ মিনিট	আজিজুল হাকিম
৩.	মোড়কজাত খাদ্যপণ্যে লেবেলিং বিষয়ক বিধিনিষেধ	০১ মিনিট	জাহিদ হাসান
৪.	আলাদা ব্যাগে বাজার পরিবহন	০১ মিনিট	হান্নান শেলী
৫.	নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া	০১ মিনিট	
৬.	বাসি খাবার না খাওয়ার সতর্কতা	০১ মিনিট	আইনুন পুতুল
৭.	কোরবানি বিষয়ক	০১ মিনিট ১৭ সেকেন্ড	-
৮.	খাবার নিরাপদ রাখার ০৫টি চাবিকাঠি	০১ মিনিট	-
৯.	পথ খাবার প্রস্তুত ও নিরাপদ খাবার গ্রহণের বিধিনিষেধ	০১ মিনিট	-
১০.	রান্না করা খাবার নিরাপদ উপায়ে সংরক্ষণ	০১ মিনিট	শিরীন বকুল
১১.	খাবার নিরাপদ রাখি সবাই সুস্থ থাকি (ডকুমেন্টারি)	১৩ মিনিট	-
১২.	খাদ্য স্পর্শক বিষয়ক (নতুন নির্মিত)	০১ মিনিট	মোশারফ করিম
১৩.	পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার সুস্থতা সবার (অ্যানিমেশন)	০৪ মিনিট	-

১৩.৫.৩ বেসরকারিটিভি চ্যানেলেটিভিসি প্রচার সংক্রান্ত (২০২১-২২) অর্থবছরের বিবরণ:

ক্রমিক	টিভিসির বিষয়	প্রচারিত	টিভিসি প্রচারিত চ্যানেলের নাম
১.	পথ খাবার বিষয়ক	৪০ মিনিট	ডিবিসি নিউজ, নিউজ ২৪, এটিএন নিউজ, বাংলাটিভি, মাছরাঙ্গাটিভি, জিটিভি, চ্যানেল ২৪ ও এটিএন বাংলা।
২.	ট্রান্সফ্যাটযুক্ত খাবার গ্রহণ ও হৃদরোগের	৪০ মিনিট	নেক্সাসটিভি, দেশটিভি, এসএটিভি, ইটিভি, যমুনাটিভি, দীপ্তটিভি, আরটিভি ও একাত্তরটিভি।
৩.	ফরমালিন বিষয়ক	৮০ মিনিট	ডিবিসি নিউজ, নিউজ ২৪, এটিএন নিউজ, বাংলাটিভি, মাছরাঙ্গাটিভি, জিটিভি, চ্যানেল ২৪ ও এটিএন বাংলা।
৪.	মোড়কাজাত খাদ্যপণ্য বিষয়ক	৮০ মিনিট	নেক্সাসটিভি, দেশটিভি, এসএটিভি, ইটিভি, যমুনাটিভি, দীপ্তটিভি, আরটিভি ও একাত্তরটিভি।

ক্রমিক	টিভিসির বিষয়	প্রচারিত	টিভিসি প্রচারিত চ্যানেলের নাম
৫.	কোরবানি বিষয়কটিভিসি	১৪৭ মিনিট	এটিএন বাংলা, এটিএন নিউজ, মাছরাঙাগা, নিউজ ২৪, একুশেটিভি, ডিবিসি নিউজ, চ্যানেল ২৪
সর্বমোট		৩৮৭ মিনিট	

১৩.৫.৪ বছর ভিত্তিকটিভিসি প্রচার কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বছরব্যাপি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে নির্মিতটিভিসি বিভিন্ন বেসরকারিটিভি চ্যানেলে নিয়মিত প্রচার করে থাকে।

১৩.৬ নাটিকা/অ্যানিমেশন/আঞ্চলিক গান নির্মাণ:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ১০ পর্বের ০১টি নাটিকার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। "পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার সুস্থতা সবার" বিষয়ক ০৪ মিনিটের ০১টি অ্যানিমেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ যারা উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন এবং বিক্রয় প্রক্রিয়ায়ার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ১০টি আঞ্চলিক ভাষায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আঞ্চলিক গান প্রস্তুত এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।

১৩.৬.১ বিগত অর্থবছরের নাটিকা/অ্যানিমেশন/আঞ্চলিক গান নির্মাণ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	নাটিকা/অ্যানিমেশন/আঞ্চলিক গানের	ব্যাপ্তিকাল (মিনিট)	মন্তব্য
১.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ১০ পর্বের নাটিকা	প্রতিপর্ব ২০-২৫	প্রচারের অপেক্ষায়
২.	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাবার সুস্থতা সবার বিষয়ক অ্যানিমেশন	০৪ মিনিট	সোশ্যাল মিডিয়ায় ও ই-লার্নিং প্লাটফরম মুক্ত পাঠে আপলোড
৩.	আঞ্চলিক গান (১০টি আঞ্চলিক ভাষায়)	৩ মিনিট	সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড

১৩.৭ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে জনসাধারনের জন্য খাদ্য নিরাপদতার স্বার্থে ০৫টি গণবিজ্ঞপ্তি কয়েক ধাপে বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহে (বাংলা ও ইংরেজি), স্মরণিকা ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। জনগণ ও খাদ্যব্যবসায়ীদের সচেতন করতে নিরাপদ খাদ্য আইন/বিধি/প্রবিধি সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়।

১৩.৭.১ বিগত অর্থবছরের গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	গণবিজ্ঞপ্তির বিষয়	পত্রিকার সংখ্যা	পত্রিকা/সাময়িকীর নাম
১.	কোরবানির গবাদিপশু পালনকারী, বিক্রেতা ও ক্রেতাদের করণীয় সম্পর্কে সতর্কীকরণ গণবিজ্ঞপ্তি	১১টি	দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনকন্ঠ, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, The Dhaka tribune, দৈনিক সময়ের আলো, দৈনিক বণিক বার্তা, দৈনিক আমাদের সময়, The Daily sun, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক মানবকন্ঠ ও দৈনিক আমার বার্তা
২.	কোরবানির গবাদিপশু জবাই, মাংস প্রস্তুত ও সংরক্ষণে সচেতনতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি	১৫টি	দৈনিক সমকাল, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক দেশ রুপান্তর, দৈনিক আমার সংবাদ, দৈনিক কালের কন্ঠ, দৈনিক আমাদের নতুন সময়, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, The Daily new age, দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, দৈনিক বাংলাদেশের আলো, দৈনিক স্বদেশ প্রতিদিন, দৈনিক রাখোকন্ঠ, দৈনিক ভোরের ডাক, দৈনিক যায়যায়দিন ও daily observer
৩.	রুটি, পাউরুটি ও বেকারি খাদ্যে ক্ষতিকর পটাশিয়াম ব্রোমেট ও পটাশিয়াম আয়োডেট এর ব্যবহার নিষিদ্ধ সম্পর্কে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি	০৬টি	দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সমকাল, The Daily observer, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক জনকন্ঠ ও দৈনিক বাংলাদেশের আলো
৪.	খাদ্য ব্যবসায় ক্রয়-বিক্রয় এর রশিদ বা চালান সংরক্ষণ সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি	০৫টি	দৈনিক কালের কন্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আমাদের সময়, দৈনিক মানবকন্ঠ, The Bangladesh Post
৫.	খাদ্যদ্রব্যে ট্রান্স ফ্যাটি এসিড (TFA)" নিয়ন্ত্রণে জারিকৃত প্রবিধানমালা" অবহিতকরণ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি	-	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক
৬.	খাদ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পর্কিত	০১টি	আজিমপুর সর্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "সৌহার্দ্যে" স্মরণিকা।
৭.	নিরাপদ খাদ্যের ০৫টি চাবিকাঠি	০১টি	বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দৈনিক নয়া শতাব্দী পত্রিকার উদ্বোধনী বিশেষ সংখ্যা।

১৩.৭.২ বছর ভিত্তিক গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার কার্যক্রম:

১৩.৮ পোস্টার ও লিফলেট প্রকাশ ও বিতরণ:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক লিফলেট, পোস্টার, পাম্পলেট, পকেট বুক ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারনার বই মুদ্রণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। দেশব্যাপি জনসধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৪৯৯৭০টি পোস্টার এবং ৬৪৩৯১৯টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

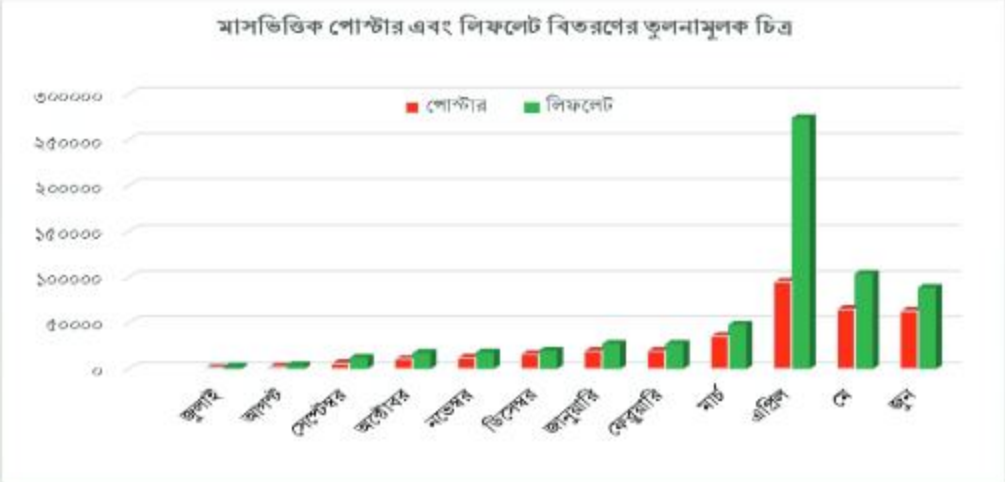

১৩.৮.১ বিগত অর্থবছরে লিফলেট, পাম্পলেট, পোস্টার ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারনার বই এর তালিকা প্রকাশ ও বিতরণ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	ডকুমেন্টের নাম	ধরণ	সংখ্যা	বিতরণ
১.	খাবার কীভাবে অনিরাপদ হয়	লিফলেট	৭০,০০০	
২.	নিরাপদ খাদ্যের ৫টি চাবিকাঠি	লিফলেট	৭০,০০০	
৩.	সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়ার অভ্যাস	লিফলেট	৭০,০০০	
৪.	নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস	লিফলেট	৭০,০০০	
৫.	রান্নার স্থানে পালণীয়	লিফলেট	৭০,০০০	
৬.	তাপমাত্রা নির্দেশিকা	লিফলেট	৭০,০০০	
৭.	রুটি, পাউরুটিতে পটাশিয়াম ব্রোমেট এর ব্যবহার	লিফলেট	৭০,০০০	

ক্রমিক	ডকুমেন্টের নাম	ধরণ	সংখ্যা	বিতরণ
	নিষিদ্ধ			চলমান
৮.	রেফ্রিজারেটরে খাবার সংরক্ষণ	লিফলেট	৭০,০০০	
৯.	নিরাপদ খাদ্য আইন ও দন্ড	লিফলেট	৭০,০০০	
১০.	রমজানে পালণীয়	লিফলেট	৭০,০০০	
১১.	কুরবানিতে মাংস প্রস্তুত ও সংরক্ষণে করণীয়	লিফলেট	৭০,০০০	
১২.	পাম্পলেট	০৪ ফোল্ডার	৭০,০০০	
১৩.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে পকেট বুক	পকেট বই	৭০,০০০	
১৪.	খাদ্যকর্মীদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা বুক	বই	৭০,০০০	
১৫.	পোস্টার (হোটেল/রেস্তোরাঁর জন্য পালনীয় এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সমূহ)	পোস্টার	৭০,০০০	
১৬.	পোস্টার (মিষ্টি/বেকারীর জন্য পালনীয় এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সমূহ)	পোস্টার	৭০,০০০	

১৩.৯ বাল্ক এসএমএস-এর মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা প্রেরণ:

তৃণমূল মানুষের নিকট নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা পৌছে দেয়ার জন্য ক্ষুদে বার্তা (Bulk SMS) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই মোতাবেক, জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২২ ও পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে বিটিআরসি (BTRC) এর সহযোগিতায় সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ০২টি ক্ষুদে বার্তা (Bulk SMS) প্রচার করা হয়েছে।

১৩.৯.১ বিগত অর্থবছরে বাল্ক এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচার সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	বাল্ক এসএমএস এর বিষয়	বিষয়বস্তু	এসএমএস সংখ্যা	ব্যয় (টাকা)	বিতরণকৃত সংখ্যা
১.	নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ক্ষুদে বার্তা	০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য "সুস্বাস্থ্যের মূলনীতি, নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিধি"। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়।	সকল অপারেটর	ফ্রি	BTRC এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ক্ষুদে বার্তা	সেহরি ও ইফতারে নিরাপদ ও সুষম খাবার গ্রহণ করুন। অস্বাস্থ্যকর ও অতিরিক্ত ভাজা-পোড়া খাবার পরিহার করুন-বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়।	সকল অপারেটর	ফ্রি	

১৩.১০ কমিউনিটি রেডিও-এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা প্রচার:

কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে কমিউনিটি ভিত্তিক রেডিও। এই গণমাধ্যমের সাথে জড়িত দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রথম বারের মত উদ্যোগ করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দেশে চলমান ১৬টি কমিউনিটি রেডিওতে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মোট ৩৩৬ মিনিটের বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

১৩.১০.১ বিগত অর্থবছরে কমিউনিটি রেডিও-এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা প্রচার:

ক্রমিক	প্রচারিত বার্তা	প্রচারিত (মিনিট)	টিভিসি প্রচারিত চ্যানেলের নাম
১.	"রান্না করা খাবার নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করার উপায়"	১১২ মিনিট	রেডিও বরাল, রেডিও পদ্মা, রেডিও নলতা, রেডিও কৃষি, রেডিও লোকবেতার, রেডিও সাগরগিরি, রেডিও পল্লীকণ্ঠ, রেডিও মহানন্দা, রেডিও মুক্তি, রেডিও চিলমারী, রেডিও ঝিনুক, রেডিও নাফ, রেডিও বিক্রমপুর, রেডিও মেঘনা, রেডিও সাগরদ্বীপ, রেডিও সারাবেলা
২.	পথ খাবার প্রস্তুত ও নিরাপদ খাবার গ্রহণের বিধিনিষেধ	১১২ মিনিট	রেডিও বরাল, রেডিও পদ্মা, রেডিও নলতা, রেডিও কৃষি, রেডিও লোকবেতার, রেডিও সাগরগিরি, রেডিও পল্লীকণ্ঠ, রেডিও মহানন্দা, রেডিও মুক্তি, রেডিও চিলমারী, রেডিও ঝিনুক, রেডিও নাফ, রেডিও বিক্রমপুর, রেডিও মেঘনা, রেডিও সাগরদ্বীপ, রেডিও সারাবেলা
৩.	পবিত্র মাহে রজমান উপলক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট	১১২ মিনিট	রেডিও পদ্মা, রেডিও নলতা, রেডিও কৃষি, রেডিও সাগরগিরি, রেডিও পল্লীকণ্ঠ, রেডিও মহানন্দা, রেডিও মুক্তি, রেডিও চিলমারী, রেডিও ঝিনুক,রেডিও নাফ, রেডিও বিক্রমপুর, রেডিও মেঘনা, রেডিও সাগরদ্বীপ, রেডিও সারাবেলা

১৩.১১ পথ নাটকের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি:

পথ নাটকের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষণীয় কোনো বিষয় বা ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রথম বারের মত জনসাধারণের মাঝে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য ঢাকা শহরের ০৫টি জনবহুল স্থানে ০৫টি পথ নাটক প্রদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

১৩.১১.১ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পথ নাটকের বিবরণ:

ক্রমিক	পথ নাটক প্রদর্শনের স্থান	ব্যাপ্তিকাল (মিনিট)
১.	শাহবাগ মোড়	২৫ হতে ৩০ মিনিট
২.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	
৩.	জাতীয় শহীদ মিনার	
৪.	টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	
৫.	মুক্ত মঞ্চ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান	

১৩.১২ মাইকিং-এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা প্রচার:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ পবিত্র রমজান ও পবিত্র ঈদুল আজহায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে দেশব্যাপি মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

১৩.১২.১ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মাইকিং বিবরণ:

ক্রমিক	মাইকিং এর বিষয়	ব্যাপ্তিকাল	প্রচারের স্থান
১.	পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক	০৬ দিন	সকল জেলা
২.	পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে কোরবানির মাংসের নিরাপদতা	০৩ দিন	

১৩.১৩ বস্তি ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর উদ্যোগে জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

১৩.১৩.১ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে বস্তি ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচির বিবরণ:

ক্রমিক	কর্মসূচির বিষয়	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রচারের স্থান
১.	নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক	১৭/০৩/২০২২	২,৫৬০ জন	সকল জেলা
২.	নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি	০৫/০৩/২০২২	৪০ জন	চট্টগ্রাম জেলার ষোলশহর বস্তি

বস্তি ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি

১৩.১৪ উঠান বৈঠক:

নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে গ্রামীণ নারীদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করার জন্য উঠান বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ-এর উদ্যোগে গৃহিণীদের নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করার নিমিত্ত প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৩,৫০০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে দুই ধাপে ১৪০টি উঠান বৈঠক সম্পন্ন করা হয়েছে।

জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির আওতায় উঠান বৈঠক

১৩.১৪.১ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে গৃহিণীদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক উঠান বৈঠকের বিবরণ:

ক্রমিক	উঠান বৈঠক কর্মসূচির বিষয়	অংশগ্রহণকারীর	জেলার নাম
১.	গৃহিণীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক (প্রথম পর্যায়ে ১২টি জেলায়)	৩০০ জন	ঢাকা,গোপালগঞ্জ,নওগাঁ,কক্সবাজার,ফেনী,রাজশাহী ,গাজীপুর,খুলনা, নরসিংদী,নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ।
২.	গৃহিণীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক (২য় পর্যায়ে প্রতি জেলায় ০২টি করে মোট ১২৮টি জেলায়)	৩২০০ জন	সকল জেলা

সর্বমোট: ৩৫০০ জন

১৩.১৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার/কর্মশালা:

শিক্ষার্থীদের মাঝে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সূচনালগ্ন হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রতি জেলায় ০২টি করে মোট ১২৮টি এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন (উত্তর ও দক্ষিণ) এ ০১টি করে সর্বমোট ১৩০টি সেমিনার আয়োজন করেছে।

১৩.১৫.১ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে অনুষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনারের বিবরণ:

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনারের বিষয়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জেলার নাম
১.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত (প্রতি জেলা ০২টি করে মোট ১২৮টি এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ মেট্রোপলিটনে ০২টি করে সর্বমোট ১৩০টি)	১৩,০০০ জন	সকল জেলা ও ঢাকা মেট্রোপলিটন (উত্তর ও দক্ষিণ)

জনসচেতনামূলক কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত স্কুল সেমিনার

১৪. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ

১৪.১ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের বিবরণ:

দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাই কর্তৃপক্ষ বছরব্যাপী তাঁর কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কার্যাবলি, বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের অভ্যন্তরীণ (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ১০৪ জন কর্মকর্তাকে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ৬০ জনঘন্টা ইন হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বছরব্যাপী কর্মকর্তাদের পাশাপাশি (১৩-১৬) গ্রেডের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কার্যাবলি, বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের অভ্যন্তরীণ (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (১৩-১৬) গ্রেডের ১০৭ জন কর্মচারীকে ইন হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৪.২ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ ও অন্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত যৌথ প্রশিক্ষণের বিবরণ:

কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় যোগদান করেছেন। এর মাধ্যমে আন্তঃসংস্থা সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	গ্যাসট্রোনমি ট্যুরিজম উন্নয়নের কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা	২৩/০৬/২০২২ ২৪/০৬/২০২২	গাজীপুরস্থ "ভাওয়াল রিসোর্ট"	৪৫
২.	Strengthening Food Safety TVET and Higher Education in Bangladesh	নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণ	২২/০৫/২০২২ হতে ২৭/০৫/২০২২	NATA গাজীপুর	২০

১৪.৩ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে অন্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা/প্রশিক্ষণের বিবরণী:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	Survey of Food Safety Public Awareness	জেলা ও মেট্রোপলিটন কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ	২১/০৯/২০২১	অনলাইন প্লাটফর্ম (জুম)	৬৫
২.	Training Program on Skill Development	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	০২/১১/২০২১	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩১
৩.	Training on Skill Development	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	১৬/১১/২০২১	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২০
৪.	Practical Laboratory training on Food Testing for Officers of BFSA	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ	০১-০১-২০২২ হতে ০৫-০১-২০২২	BCSIR	৬
৫.	Professional Training on Regulatory and Scientific Requirement for food safety management	জেলা ও মেট্রোপলিটন কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ	০৯-০১-২০২২ হতে ১৮-০১-২০২২	IFST, BCSIR	৩০
৬.	Professional Training on Regulatory and Scientific Requirement for food safety management	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	১৩-০২-২০২২ হতে ২২-০২-২০২২	IFST. BCSIR	২৯

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৭.	Professional Training on Regulatory and Scientific Requirement for food safety management	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	২৭-০২-২০২২ হতে ০৮-০৩-২০২২	IFST, BCSIR	২৯
৮.	বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা বিষয়ক	জেলা ও মেট্রোপলিটন কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ	২৯/০৫/২০২২ হতে ০২/০৬/২০২২	আরপিএটিসি, চট্টগ্রাম	২৯
৯.	বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা বিষয়ক	জেলা ও মেট্রোপলিটন কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ	০৫/০৬/২০২২ হতে ০৯/০৬/২০২২	আরপিএটিসি, চট্টগ্রাম	২৮
১০.	বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা বিষয়ক	জেলা ও মেট্রোপলিটন কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ	১০/০৬/২০২২ হতে ১৪/০৬/২০২২	আরপিএটিসি, চট্টগ্রাম	২৮
১১.	Training of Trainers	জেলা ও মেট্রোপলিটন কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ	১৪-০৬-২০২২ হতে ১৮-০৬-২০২২	সিলেট পানশী ইন হোটেল	২৪
১২.	Training of Trainers	নিরাপদ খাদ্য অফিসার ও নিরাপদ খাদ্য খাদ্য পরিদর্শকগণ	১৮-০৬-০২২ হতে ২২-০৬-০২২	BARI, গাজীপুর	২৫
১৩.	Practical Laboratory training on Food Testing for Officers of BFSA	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ	২৬-১২-২০২২ হতে ৩০-১২-০২২	BCSIR	৬
১৪.	Training of Trainers	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	০৯-০৩-০২২ ১০-০৩-০২২	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ কক্ষ	২২
১৫.	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক JICA	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	০৬-০২-২০২২ হতে ০৯-০২-২০২২	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ কক্ষ	২১
১৬.	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক JICA	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	২২-০২-২০২২ হতে ২৪-০২-২০২২	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ কক্ষ	২১
১৭.	WTO Agreement Application of Sanitary & phyto Sanitary Measures	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	২১-০৬-২০২২ হতে ২৩-০৬-০২২	বিএফটিআই,টিসিবি ভবন-১	১

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৮.	Payment and Expenditure মডিউল বিষয়ক	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	১৭-০৫-২০২২	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ কক্ষ	২
১৯.	Basic Principles of WTO Agreements and Notification Requirement	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	১৮-০১-২০২২ হতে ২০-০১-২০২২	CIRDAP চামিলী হাউস	১
২০.	Developing National Food Safety Indicatiors	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা	২১-১১-২০২১	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ কক্ষ	৪
২১.	Developing National Food Safety Indicatiors	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা	১০-০১-২০২২	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ কক্ষ	৫
২২.	Developing National Food Safety Indicatiors	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	১০-০১-২০২২	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ কক্ষ	৫
২৩.	Developing National Food Safety Indicatiors	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা	১০-১১-২০২১	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ কক্ষ	৫
২৪.	Practical Laboratory training on Food Testing for Officers of BFSA	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা	২৬-১২-২০২১ হতে ৩০-১২-২০২১ ও ০১-০১-২০২১ হতে ০৫-০১-২০২২	BCSIR	১২
২৫.	PE Usur Module বিষয়ক	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা	১৭-১০-২০২১ হতে ১৯-১০-২০২১ ও ২১-১০-২০২১ হতে ২২-১০-২০২১	সিপিটিইউ	৩
২৬.	Training Program on Skill Development	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	১১-০৯-২০২১ হতে ২৩-০৯-২০২১	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩১

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৭.	Food Safety Administration (JICA)	জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	২৫-১০-২০২১ হতে ৩০-১১-২০২১	অনলাইন প্লাটফর্ম (জুম)	২
২৮.	Nutrition sensitive food systems lessons learned from japan and application in policies and programmers of bangladesh	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা	০১-১১-২০২১ হতে ২৬-১১-২০২১	অনলাইন প্লাটফর্ম (জুম)	১

১৫. কর্তৃপক্ষের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

১৫.১ তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক	বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান	অংশগ্রহণকারীর
১.	জেলা পর্যায়ে চালুকৃত ওয়েবসাইট/পোর্টাল হালনাগাদকরণ	অনলাই (জুম প্লাটফর্ম)	৩৩ জন
২.	জেলা পর্যায়ে চালুকৃত ওয়েবসাইট/পোর্টাল হালনাগাদকরণ	অনলাই (জুম প্লাটফর্ম)	৩৩ জন

১৫.২ বিগত (২০২১-২২) অর্থবছরে ই-নথি কার্যক্রমের মাসভিত্তিক প্রতিবেদন:

মাস	নথির সংখ্যা	মোট নথি নিস্পত্তিকৃত				মোট পত্রজারি
		ডাক থেকে সৃজিত নোটে নিস্পন্ন	নোটে নিস্পত্তি	পত্রজারিতে মোট নিস্পন্ন নোট	মোট নিস্পত্তিকৃত নথি	
জুলাই ২১	১২	০৮	২৯	২৬	৬৩	৪২
আগষ্ট ২১	৭০	২৫	৫২	৩৫	১১৩	৬০
সেপ্টেম্বর ২১	৫৮	২৪	৬৯	৩৯	১৩২	৬৮
অক্টোবর ২১	২২	১৯	৪৯	৩০	৯৮	৬০
নভেম্বর ২১	১৭	০৭	৪৭	২৯	৮৩	৫৭
ডিসেম্বর ২১	১৫	১১	৭৪	৫২	১৩৬	১০২
জানুয়ারি ২২	০৭	১৩	৬৮	৪২	১২৩	৮৩
ফেব্রুয়ারি ২২	১১	১০	৩৬	২৩	৬৯	৫০
মার্চ ২২	১২	০৮	৫৩	৪২	১০৩	৭০
এপ্রিল ২২	০৫	১৪	৫১	৪২	১০৭	৮৮
মে ২২	২১	২৯	৬৭	৬৩	১৫৯	১১০
জুন ২২	১০	১৮	৫৪	৪৫	১১৭	৮০
মোট	**২৬০**	**১৮৬**	**৬৪৯**	**৪৬৮**	**১৩০৩**	**৮৭০**

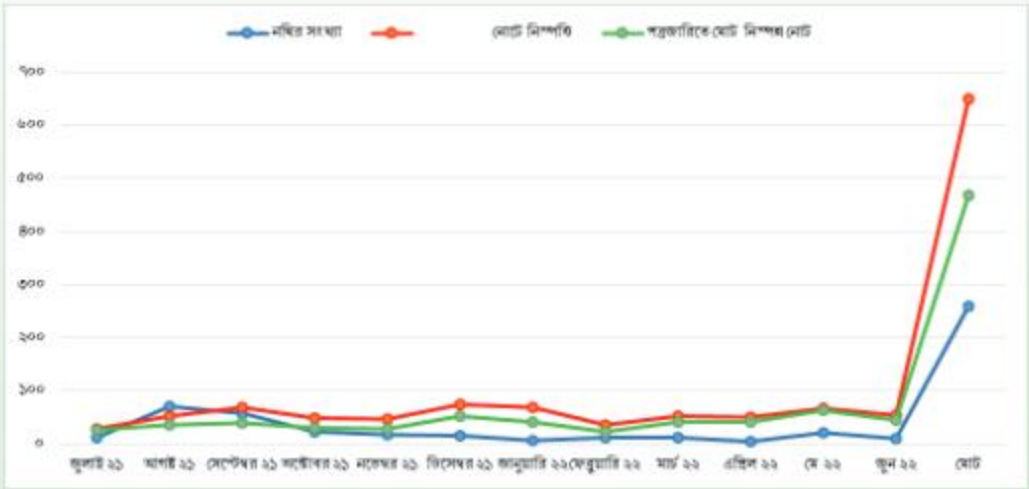

মাসভিত্তিক নথির সংখ্যা, নোটে নিস্পত্তি ও পত্রজারিতে মোট নিস্পন্ন নোট

১৫.৩ ই-নথি কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের ই-নথি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের দায়িত্বরত নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের ই-নথির আইডি চালু করার কার্যক্রম চলমান।

১৫.৪ ই-নথি কার্যক্রমের বছরভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র:

১৫.৫ কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইট সংক্রান্ত তথ্য:

২০২১-২২ অর্থবছরে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে জেলা কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ডোমেইনে ওয়েবসাইট চালুকরণ। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কারিগরি সহায়তায় কর্তৃপক্ষের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের জন্য ৬৪টি এবং ৮টি মোট্রোপলিটন কার্যালয়ের জন্য ৮টি সহ সর্বমোট ৭২টি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে যা বর্তমানে সচল অবস্থায় রয়েছে।

ক্রমিক	জেলা কার্যালয়ের নাম	অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	মোবাইল নম্বর	দাপ্তরিক ই-মেইল
১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, ঢাকা	www.bfsa.dhaka.gov.bd	০১৫২১২২০৩৯৪	fso.dhaka@bfsa.gov.bd
২.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, গাজীপুর	www.bfsa.gazipur.gov.bd	০১৮৪৫৬৯১২১১	fso.gazipur@bfsa.gov.bd
৩.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	www.bfsa.narayanganj.gov.bd	০১৭৬৮৬২৭৯৫১	fso.narayanganj@bfsa.gov.bd

ক্রমিক	জেলা কার্যালয়ের নাম	অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	মোবাইল নম্বর	দাপ্তরিক ই-মেইল
৪.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ	www.bfsa.munshiganj.gov.bd	০১৯২৬০৮৩১১২	fso.munshiganj@bfsa.gov.bd
৫.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ	www.bfsa.gopalganj.gov.bd	০১৭২৪৭৮৮৪৬৮	fso.gopalganj@bfsa.gov.bd
৬.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, শরীয়তপুর	www.bfsa.shariatpur.gov.bd	০১৯১৬৫৫৭৫৪৮	fso.shariatpur@bfsa.gov.bd
৭.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, মাদারীপুর	www.bfsa.madaripur.gov.bd	০১৭৪২২৭৫৪৪০	fso.madaripur@bfsa.gov.bd
৮.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	www.bfsa.kishoreganj.gov.bd	০১৭৬২১৫৬১৫৫	fso.kishoreganj@bfsa.gov.bd
৯.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল	www.bfsa.tangail.gov.bd	০১৮৪৪৮৭২৮৭৮	fso.tangail@bfsa.gov.bd
১০.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, মানিকগঞ্জ	www.bfsa.manikganj.gov.bd	০১৬২৯০৭৯৮৩৭	fso.manikganj@bfsa.gov.bd
১১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, রাজবাড়ী	www.bfsa.rajbari.gov.bd	০১৭৩৪৩৯৪৫৩৫	fso.rajbari@bfsa.gov.bd
১২.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, নরসিংদী	www.bfsa.narsingdi.gov.bd	০১৭২৭৬৫৪৭৭৫	fso.narsingdi@bfsa.gov.bd
১৩.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর	www.bfsa.faridpur.gov.bd	০১৯২৫৩৩০৬১১	fso.faridpur@bfsa.gov.bd

ক্রমিক	জেলা কার্যালয়ের নাম	অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	মোবাইল নম্বর	দাপ্তরিক ই-মেইল
১৪.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা	www.bfsa.cumilla.gov.bd	০১৯৩৭৬৯৪৪০৪	fso.cumilla@bfsa.gov.bd
১৫.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, রাংগামাটি	www.bfsa.rangamati.gov.bd	০১৬৭৫৯৯৭১০৬	fso.rangamati@bfsa.gov.bd
১৬.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী	www.bfsa.noakhali.gov.bd	০১৫৭১৭৪০৫৩৪	fso.noakhali@bfsa.gov.bd
১৭.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, কক্সবাজার	www.bfsa.coxsbazar.gov.bd	০১৬৭৫৯৯৭১০৬	fso.coxsbazar@bfsa.gov.bd
১৮.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, চাঁদপুর	www.bfsa.chandpur.gov.bd	০১৫২১৫২৮৬৫৭	fso.chandpur@bfsa.gov.bd
১৯.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর	www.bfsa.laxmipur.gov.bd	০১৭৩৫২১৩৯৩৮	fso.laxmipur@bfsa.gov.bd
২০.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	www.bfsa.chattogram.gov.bd	০১৭৩৪৪৩৫১৯৫	fso.chattogram@bfsa.gov.bd
২১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	www.bfsa.khagrachhari.gov.bd	০১৮৬৫৭২৫৭৩৪	fso.khagrachari@bfsa.gov.bd
২২.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, বান্দরবান	www.bfsa.bandarban.gov.bd	০১৮৩৩০৫৮৪২৮	fso.bandarban@bfsa.gov.bd
২৩.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, ফেনী	www.bfsa.feni.gov.bd	০১৭১০৫২৩৮০৫	fso.feni@bfsa.gov.bd

ক্রমিক	জেলা কার্যালয়ের নাম	অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	মোবাইল নম্বর	দাপ্তরিক ই-মেইল
২৪.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	www.bfsa.brahmanbaria.gov.bd	০১৬৭৬০৪০২০০	fso.brahmanbaria@bfsa.gov.bd
২৫.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, যশোর	www.bfsa.jashore.gov.bd	০১৬১৬১৯০৭৯৮	fso.jashore@bfsa.gov.bd
২৬.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, নড়াইল	www.bfsa.narail.gov.bd	০১৬১৬১৯০৭৯৮	fso.narail@bfsa.gov.bd
২৭.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, খুলনা	www.bfsa.khulna.gov.bd	০১৭৭৭৯৮৪৫৬৯	fso.khulna@bfsa.gov.bd
২৮.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, বাগেরহাট	www.bfsa.bagerhat.gov.bd	০১৭৬৫৫৭৪৩৪৪	fso.bagerhat@bfsa.gov.bd
২৯.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, মেহেরপুর	www.bfsa.meherpur.gov.bd	০১৭১০২৫২৫০৩	fso.meherpur@bfsa.gov.bd
৩০.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, মাগুরা	www.bfsa.magura.gov.bd	০১৬৭৬৯০০৮২৭	fso.magura@bfsa.gov.bd
৩১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, সাতক্ষীরা	www.bfsa.satkhira.gov.bd	০১৭২৮০৫৮৪৪৪	fso.satkhira@bfsa.gov.bd
৩২.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া	www.bfsa.kushtia.gov.bd	০১৯৮৩৬৯৬৫৪৯	fso.kushtia@bfsa.gov.bd
৩৩.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, ঝিনাইদহ	www.bfsa.jhenaidah.gov.bd	১০৫৭১৭৬৪৩৫৬	fso.jhenaidah@bfsa.gov.bd

ক্রমিক	জেলা কার্যালয়ের নাম	অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	মোবাইল নম্বর	দাপ্তরিক ই-মেইল
৩৪.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা	www.bfsa.chuadanga.gov.bd	০১৭৬১৬৬৪১১২	fso.chuadanga@bfsa.gov.bd
৩৫.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট	www.bfsa.jaypurhat.gov.bd	০১৭২৩৬৫৫২১৪	fso.joypurhat@bfsa.gov.bd
৩৬.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	www.bfsa.sirajganj.gov.bd	০১৭৬৬০৪৮৯৫৯	fso.sirajganj@bfsa.gov.bd
৩৭.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, নওগাঁ	www.bfsa.naogaon.gov.bd	০১৬৮০২২২৯৭০	fso.naogaon@bfsa.gov.bd
৩৮.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	www.bfsa.chapainawabganj.gov.bd	০১৭৫০২২৯২৬০	fso.chapainawabganj@bfsa.gov.bd
৩৯.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, পাবনা	www.bfsa.pabna.gov.bd	০১৬৭৭৩৭৩২৮৬	fso.pabna@bfsa.gov.bd
৪০.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, রাজশাহী	www.bfsa.rajshahi.gov.bd	০১৭৭৭২৩৯৫৮৩	fso.rajshahi@bfsa.gov.bd
৪১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, নাটোর	www.bfsa.natore.gov.bd	০১৭৫১০১৮১৮০	fso.natore@bfsa.gov.bd
৪২.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, বগুড়া	www.bfsa.bogura.gov.bd	০১৭১৪৬১৬৬০৮	fso.bogura@bfsa.gov.bd
৪৩.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, বরগুনা	www.bfsa.barguna.gov.bd	০১৯১৮৯৯৫১৩২	fso.barguna@bfsa.gov.bd

ক্রমিক	জেলা কার্যালয়ের নাম	অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	মোবাইল নম্বর	দাপ্তরিক ই-মেইল
৪৪.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালী	www.bfsa.patuakhali.gov.bd	০১৭২০৩২৩৫৬০	fso.patuakhali@bfsa.gov.bd
৪৫.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, ভোলা	www.bfsa.bhola.gov.bd	০১৭২৩৬০১৩৩৫	fso.bhola@bfsa.gov.bd
৪৬.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, ঝালকাঠি	www.bfsa.jhalakathi.gov.bd	০১৭৪৫৫৬৬২৮২	fso.jhalakathi@bfsa.gov.bd
৪৭.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, বরিশাল	www.bfsa.barishal.gov.bd	০১৭৩৭১৫০৩৪৮	fso.barisal@bfsa.gov.bd
৪৮.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, পিরোজপুর	www.bfsa.pirojpur.gov.bd	০১৯৫৪৫৬৭৬২৮	fso.pirojpur@bfsa.gov.bd
৪৯.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, সিলেট	www.bfsa.sylhet.gov.bd	০১৭২৩০৭৯৯৩২	fso.sylhet@bfsa.gov.bd
৫০.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ	www.bfsa.habiganj.gov.bd	০১৯৪০৪৯২৯৬০	fso.habiganj@bfsa.gov.bd
৫১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, মৌলভীবাজার	www.bfsa.moulvibazar.gov.bd	০১৮২৩৫২০৫১১	fso.moulvibazar@bfsa.gov.bd
৫২.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, সুনামগঞ্জ	www.bfsa.sunamganj.gov.bd	০১৭৭২৪৩০৮০০	fso.sunamganj@bfsa.gov.bd
৫৩.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, লালমনিরহাট	www.bfsa.lalmonirhat.gov.bd	০১৭৪৪৫৮৯১৩৭	fso.lalmonirhat@bfsa.gov.bd

ক্রমিক	জেলা কার্যালয়ের নাম	অফিসিয়াল ওয়েবসাইট	মোবাইল নম্বর	দাপ্তরিক ই-মেইল
৫৪.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, গাইবান্ধা	www.bfsa.gaibandha.gov.bd	০১৭২৩৬৫৫২১৪	fso.gaibandha@bfsa.gov.bd
৫৫.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, পঞ্চগড়	www.bfsa.panchagarh.gov.bd	০১৭২৪৬২৮৩৮০	fso.panchagarh@bfsa.gov.bd
৫৬.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	www.bfsa.thakurgaon.gov.bd	০১৭৫১১১৭৭০৮	fso.thakurgaon@bfsa.gov.bd
৫৭.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, নীলফামারী	www.bfsa.nilphamari.gov.bd	০১৭৬৭৫৬০৪৭৭	fso.nilphamari@bfsa.gov.bd
৫৮.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, কুড়িগ্রাম	www.bfsa.kurigram.gov.bd	০১৭৩৭৮৩৭৮৯৮	fso.kurigram@bfsa.gov.bd
৫৯.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, রংপুর	www.bfsa.rangpur.gov.bd	০১৭৭১৬২৬৪৬২	fso.rangpur@bfsa.gov.bd
৬০.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, দিনাজপুর	www.bfsa.dinajpur.gov.bd	০১৭২৪০৩৪৮৯১	fso.dinajpur@bfsa.gov.bd
৬১.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, নেত্রকোনা	www.bfsa.netrokona.gov.bd	০১৩১৭৩৫৮৫৮০	fso.netrokona@bfsa.gov.bd
৬২.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, শেরপুর	www.bfsa.sherpur.gov.bd	০১৬৭১৭৭৭৮৯৮	fso.sherpur@bfsa.gov.bd
৬৩.	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ	www.bfsa.mymensingh.gov.bd	০১৩১৭৩৫৮৫৮০	fso.mymensingh@bfsa.gov.bd